NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ বর্ষবরণের রাতে ট্র্যাফিক আইন ভঙ্গে ধৃত ২৬৩ জন

বাদ মুখ্যমন্ত্রীর নাম, ক্ষোভ তৃণমূলপন্থী আইনজীবীদের ৩

কলকাতা ২ জানুয়ারি ২০২৬ ১৭ পৌষ ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ১৯৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 02.01.2026, Vol.19, Issue No. 199, 8 Pages, Price 3.00

ক্যানিংয়ের হোমগার্ড মৃত্যুতে গ্রেপ্তার এসআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার পুলিশ কোয়ার্টার থেকে মহিলা হোমগার্ডের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন ওই থানারই সাব-ইনস্পেক্টর সায়ন ভট্টাচার্য। বারাসতের স্বরূপনগর এলাকা থেকে বুধবার তাঁকে আটক করা হয় এবং বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তারির পরে অভিযুক্তকে ইতিমধ্যে আলিপুর আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, তদন্তের প্রয়োজনে তাঁকে সাত দিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানাতে পারে পুলিশ। কী কারণে ওই মহিলা হোমগার্ডের মৃত্যু হল, তা খতিয়ে দেখতে সায়নকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। তাঁকে জেরা করে আরও তথ্য উঠে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

গত শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ক্যানিং থানার পুলিশ কোয়ার্টার থেকে উদ্ধার হয় মহিলা হোমগার্ড গুলজান পারভিন মোল্লা ওরফে রেশমির দেহ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার বাসিন্দা তিনি। শুক্রবার তাঁকে ফোনে না পেয়ে কোয়ার্টারে গিয়েছিলেন বোন রুকসানা খাতুন। তিনিই দিদির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

মৃত তরুণীর পরিবার সরাসরি অভিযোগ তুলেছে, 'রেশমিকে ওখানে একা ছাড়া হয়নি, ওকে মরতে বাধ্য করা হয়েছে'। তাঁদের দাবি, অভিযুক্ত সাব-ইনস্পেক্টরের সঙ্গে সম্পর্কের জেরে এই পরিণতি।

ক্যানিংয়ের ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে। ছয় সদস্যের ওই তদন্তকারী দলের প্রধান করা হয়েছে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রূপান্তর সেনগুপ্তকে। তবে ওই ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকের কোনও খোঁজ মিলছিল না। অবশেষে উত্তর ২৪ পরগনা থেকে ধরা পড়লেন তিনি।

ইংরেজি বছরের প্রথম দিনে কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তদের ঢল। ছবি: অদিতি সাহা

২০১০ পরবর্তী ওবিসি শংসাপত্র কার্যকর নয়

এসআইআর শুনানিতে কড়া কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর শেষমেশ স্পষ্ট বার্তা দিল নির্বাচন কমিশন। তাদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল, 'কলকাতা হাইকোর্টে বাতিল হওয়া কোনও ওবিসি সার্টিফিকেট এসআইআর-এ ব্যবহারযোগ্য নয়।' অর্থাৎ ২০১০ সালের পর যাঁরা ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তাঁদের শংসাপত্র বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার শুনানিতে আর চলবে না।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, ২০১০ সাল পর্যন্ত রাজ্যে যেসব ৬৬টি সম্প্রদায় অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিতে স্বীকৃতি পেয়েছিল, কেবল তাঁদেরই সার্টিফিকেট এসআইআর-এ গ্রহণযোগ্য। পরবর্তীকালে রাজ্য সরকার যে ১১৩টি জনগোষ্ঠীকে ওবিসি তালিকায় যুক্ত করেছিল, সেই শংসাপত্র নিয়ে কমিশনের অবস্থান সরাসরি গ্রাহ্য নয়।

২০১০ থেকে ২০২৪ সালের মে পর্যন্ত ইস্যু হওয়া সব ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই সব নথি এসআইআর-এ যেন ব্যবহার না হয়, সেই মর্মেই জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের স্পষ্ট নির্দেশ গিয়েছে। কমিশনের ভাষায়, 'যে নথি আদালতে অকার্যকর ঘোষিত, তা দিয়ে দাবি প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া যায় না।'

এ দিকে এই রায় সুপ্রিম কোর্টে স্থগিত হলেও মামলা চলছে, এমন যুক্তিতে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মামলাকারীরা। কমিশনের নিষ্ক্রিয়তায় ফের মামলা যায় হাইকোর্টে। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের নির্দেশ ছিল, আগামী ৭ দিনের মধ্যে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে ২০১০ সালের মার্চ মাসের পর প্রদত্ত ওবিসি শংসাপত্র গ্রহণযোগ্য কি না তার সিদ্ধান্ত জানাবে নির্বাচন কমিশন। এরপরেই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিল, হাইকোর্টের নির্দেশে বাতিল হওয়া কোনও ওবিসি সার্টিফিকেট ব্যবহার করা যাবে না।

তৃণমূলের জন্মদিনে গণতন্ত্র রক্ষার বার্তা দলনেত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশজুড়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাচ্ছে আমজনতা। রাজ্যেও উৎসবের আবহে আট থেকে আশি। একদিকে ইংরেজি ক্যালেন্ডারে বছরের প্রথম দিন, অন্যদিকে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস-এর প্রতিষ্ঠা দিবস। এই দিনেই দলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এক্সে প্রকাশিত বার্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ১৯৯৮ সালের এই দিনেই মা-মাটি-মানুষের সেবার লক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের পথচলা শুরু হয়েছিল। তাঁর কথায়, এই ঐতিহাসিক যাত্রাপথের মূল দিশা ছিল দেশমাতৃকার সম্মান, বাংলার উন্নয়ন এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা। আজও দলের প্রতিটি কর্মী ও সমর্থক সেই লক্ষ্যেই অবিচল ও অঙ্গীকারবদ্ধ বলে উল্লেখ করেন তিনি। দলের কর্মী-সমর্থকদের নিরলস প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান তৃণমূল সুপ্রিমো। একই সঙ্গে তিনি লেখেন, সাধারণ মানুষের সমর্থনকে পাথেয় করেই বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের

প্রতিটি মানুষের অধিকারের লড়াইয়ে তৃণমূল অটল থাকবে। কোনও অপশক্তির কাছে মাথা নত না করে, সব রকম রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই সাধারণ মানুষের জন্য সংগ্রাম আজীবন চলবে বলেও স্পষ্ট করেন তিনি।

চলতি বছরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সেই প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক লড়াই আরও তীব্র করার বার্তাও উঠে এসেছে প্রতিষ্ঠা দিবসের বক্তব্যে। বিজেপির অপপ্রচার এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্তের অভিযোগ তুলে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আরও জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

একই সুর শোনা গিয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বক্তব্যেও। প্রতিষ্ঠা দিবসে তিনিও গণতন্ত্র রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকার বার্তা দেন। মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের গণতান্ত্রিক কণ্ঠস্বর রক্ষা করার কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি বাংলা-বিরোধী জমিদারি মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই আরও তীব্র করার ডাক দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ষশেষের পিকনিকে খুন যুব তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষবরণের রাতে পিকনিক করতে গিয়ে আততায়ীদের হাতে খুন হলেন তৃণমূল যুবনেতা! বুধবার রাতে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে ঘটনাটি ঘটেছে। নিহত নেতার নাম নব্যেন্দু ঘোষ (৩৭)। যুব তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলার সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। সকালের মধ্যেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাজনৈতিক কিংবা ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে এই খুন কি না, সে সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বর্ষবরণের রাতে মোহনবাটি বাজার সংলগ্ন এলাকায় পিকনিক করছিলেন নব্যেন্দু ঘোষ। আচমকাই কেউ তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় নব্যেন্দু ঘোষকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা হলেন পিন্টু সাহা ওরফে ছোটু (৩০) এবং শুভম পাল (২৮), উভয়ই রায়গঞ্জের

রমেন্দ্রপল্লির বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ধৃতদের সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন করে আদালতে পেশ করা হয়েছে।

রায়গঞ্জ

নব্যেন্দুর মা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'রাতে ছেলে এসে আমাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলল, তুমি আমার ভগবান। তার পরেই বেরিয়ে যায়। ষড়যন্ত্র করে তাকে খুন করা হয়েছে। ছেলে দোকান করত, রাজনীতি বিশেষ করত না।' বাবার প্রণবকুমার ঘোষ বলেন, 'আমার বড় ছেলে কেন খুন হল জানি না। তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক।'

রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী জানান, 'নব্যেন্দু ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে যুব রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। আজ তাকে হারিয়ে আমরা গভীর শোকাহত। হত্যাকারীদের শাস্তি চাই।' জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি রন্তু দাস বলেন, 'নব্যেন্দুদা বাড়ির সামনে বন্ধুদের নিয়ে পিকনিক করছিলেন। যারা এই কাজ করেছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি চাই। সিআইডি তদন্ত হোক।'

রায়গঞ্জ শহরের তৃণমূল সভাপতি শিবশঙ্কর রায়চৌধুরী বলেন, 'ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। পুলিশের উপর আস্থা রয়েছে। আশা করি তারা সঠিক তদন্ত করবে।' অন্যদিকে বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজও তীব্র শোক প্রকাশ করেছেন এবং দাবি করেছেন, 'পুলিশ অবিলম্বে দোষীদের খুঁজে বের করুক।' ঘটনাস্থল রাতেই সিল করা হয়েছে। পুরো রায়গঞ্জ শহর বৃহস্পতিবার সারাদিন থমথমে ছিল।

পরমাণু কেন্দ্রের হিসাব বিনিময় ভারত-পাকের

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পরমাণুকেন্দ্র সংক্রান্ত তালিকা বিনিময় হয়েছে বৃহস্পতিবার। চুক্তি অনুযায়ী, প্রতি বছর ১ জানুয়ারি দুই প্রতিবেশী দেশ নিজেদের পরমাণুকেন্দ্র, পারমাণবিক সুযোগ-সুবিধার হিসাব একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেয়। এ বছর নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপড়েন সত্ত্বেও সেই নিয়মে ব্যতিক্রম হল না।

যদিও এই আদানপ্রদান নতুন নয়। প্রথম শুরু হয়েছিল ১৯৯২ সালে। তার পর থেকে গত তিন দশকে বিভিন্ন দু'দেশের সম্পর্কে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। সীমান্তে টানাপড়েনও চলেছে বছরের পর বছর। কিন্তু এই চুক্তি ভাঙেনি। বরাবরই বছরের প্রথম দিন পরমাণু কেন্দ্রের তালিকা বিনিময় করে থাকে দুই পড়শি দেশ।

চুক্তিতে পরমাণুকেন্দ্র বলতে বোঝানো হয়েছে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র, গবেষণাকেন্দ্র, জ্বালানি উৎপাদনের ইউনিট, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণ ক্ষেত্র, আইসোটোপ পৃথকীকরণকেন্দ্র। এ ছাড়া, যে সমস্ত কেন্দ্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থ সংরক্ষণ করা থাকে, সেগুলিও এই চুক্তির আওতায় পড়ে। দেশের ঠিক কোন কোন জায়গায় এই ধরনের কেন্দ্র রয়েছে, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ উল্লেখ করে তার নিখুঁত অবস্থান প্রতি বছর ভারত ও পাকিস্তান একে অপরকে দিয়ে থাকে। বৃহস্পতিবারও তা-ই করা হয়েছে।

১৯৮৮ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পরমাণুকেন্দ্র সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়, যে কোনও

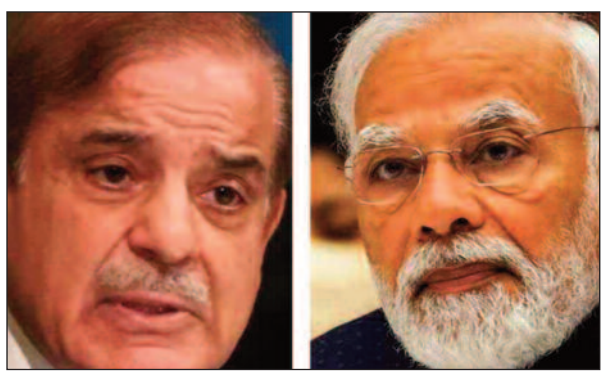

চুক্তিতে পরমাণুকেন্দ্র বলতে বোঝানো হয়েছে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র, গবেষণাকেন্দ্র, জ্বালানি উৎপাদনের ইউনিট, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণ ক্ষেত্র, আইসোটোপ পৃথকীকরণকেন্দ্র। এ ছাড়া, যে সমস্ত কেন্দ্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থ সংরক্ষণ করা থাকে, সেগুলিও এই চুক্তির আওতায় পড়ে। দেশের ঠিক কোন কোন জায়গায় এই ধরনের কেন্দ্র রয়েছে, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ উল্লেখ করে তার নিখুঁত অবস্থান প্রতি বছর ভারত ও পাকিস্তান একে অপরকে দিয়ে থাকে। বৃহস্পতিবারও তা-ই করা হয়েছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বৃহস্পতিবার একটি বিবৃতি জারি করে তালিকা বিনিময়ের কথা জানানো হয়েছে।

পরিস্থিতিই তৈরি হোক না কেন, দুই দেশের কেউ একে অপরের পরমাণুকেন্দ্রে আক্রমণ করবে না। চুক্তি স্বাক্ষরকারী কোনও দেশের দ্বারা অপর দেশটির পরমাণুকেন্দ্রের কোনও ক্ষতি যেন না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বৃহস্পতিবার একটি বিবৃতি জারি করে তালিকা বিনিময়ের কথা জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, 'নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদে অবস্থিত কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান পরস্পরের সঙ্গে পারমাণবিক কেন্দ্রের তালিকা বিনিময় করেছে। পারমাণবিক কেন্দ্রে আক্রমণ নিষিদ্ধকরণের চুক্তি অনুযায়ী এই তালিকা বিনিময় করা হয়েছে।'

বাংলায় প্রথম স্লিপার বন্দে ভারত

কলকাতা থেকে গুয়াহাটি, নতুন বছরে রেলের উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন বছরের শুরুতেই যাত্রীদের জন্য সুখবর। দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পাচ্ছে বাংলা। ইংরেজি নতুন বছরের দোরগোড়ায় বাংলার জন্য মোটা চমক। কলকাতা থেকে গুয়াহাটি, দুই পূর্ব ভারতের প্রাণস্পন্দনকে এক সুতোয় বাঁধতে আসছে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন। নতুন বছরের প্রথম দিনই এই নতুন রুটের ঘোষণা করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তাঁর স্পষ্ট মন্তব্য, 'আগামী ১৫,২০ দিনের মধ্যেই পরিষেবা শুরু করছি।' সূত্র অনুসারে, জানুয়ারির দ্বিতীয়ার্ধেই উদ্বোধনে থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রশ্ন উঠছে, এই বছরেই বাংলায় নির্বাচন। বাংলার মানুষের মন পেতেই এহেন পদক্ষেপ কেন্দ্রের? রেলমন্ত্রীর কথায়, '১৮ বা ১৯ জানুয়ারির দিকেই পরিষেবা শুরু করার লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ জানিয়েছি। দু'-তিন দিনের মধ্যেই দিনক্ষণ জানিয়ে দেব।' নতুন বছরের শুরুতেই এই বার্তা রেল যাত্রীদের কাছে নিঃসন্দেহে বড় উপহার।

এই দূরপাল্লার বন্দে ভারত স্লিপার হবে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। থাকছে ১৬টি কোচ, ১১টি থ্রি-টিয়ার, ৪টি টু-টিয়ার এবং একটি ফার্স্ট ক্লাস। যাত্রী সুরক্ষায় যুক্ত করা হয়েছে কবচ প্রযুক্তি এবং ইমার্জেন্সি টক-ব্যাক সিস্টেম, আধুনিক নিরাপত্তার নির্ভরযোগ্য ছাতা।

হাওড়া থেকে শুরু করে ব্যান্ডেল, কাটোয়া পেরিয়ে মালদা টাউন, সেখান থেকে নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে নিউ কোচবিহার, নিউ বঙ্গাইগাঁও ছুঁয়ে শেষ গন্তব্য গুয়াহাটি। এক দীর্ঘ পথ, প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার, কিন্তু রাতের মাত্র এক যাত্রাতেই মিলবে গন্তব্য। এই রুটে যুক্ত হচ্ছে একাধিক জেলা। হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মালদা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, তার সঙ্গে অসমের কামরূপ মহানগর ও বঙ্গাইগাঁও। ট্রেনের অন্যতম আকর্ষণ থাকবে অসমিয়া খাবার। জানা যাচ্ছে, কলকাতা থেকে ছাড়ার সময় বাঙালি খাবার এবং গুয়াহাটি থেকে ছাড়ার সময় অসমিয়া খাবারের স্বাদ নিতে পারবেন যাত্রীরা। রেল মন্ত্রকের পরিকল্পনা স্পষ্ট, দুই রাজ্যের মানুষের যাতায়াতে নতুন গতি, ব্যবসা, চাকরির সুযোগে নতুন দিগন্ত।

ট্রেন যাত্রার সময় সূচি প্রসঙ্গে রেলমন্ত্রীর মন্তব্য, 'আমাদের পরিকল্পনা এমন যে সন্ধ্যায় উঠে পড়লেই সকালে পৌঁছে যাওয়া যাবে। কাজের বাজারে এলে ফিরে যাওয়া সহজ হবে।' রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে ভ্রমণের আনুমানিক খরচ হবে ৩ টায়ারের জন্য ২,৩০০ টাকা, ২ টায়ারের জন্য ৩,০০০ টাকা এবং প্রথম এসির জন্য ৩,৬০০ টাকা। এছাড়াও ব্যাখ্যা করেছেন যে ৩এসি-র জন্য প্রতি কিলোমিটারে ২.৪০ টাকা, ২ এসির জন্য ৩.১০ টাকা এবং ১এসির জন্য ৩.৮০ টাকা খরচ হবে।

অর্থাৎ, রাতের ভ্রমণ, সকালে গন্তব্য কর্মজীবী এবং শিক্ষার্থীদের জন্য বাড়তি স্বস্তি দেবে বলেই রেলের দাবি। বছরের শুরুতেই রেল পরিষেবায় এই বিস্তৃত পরিবর্তন একটিই বার্তা দিচ্ছে, পূর্ব ভারতের যোগাযোগে আসছে গতি, আরামের সঙ্গে আধুনিকতার দৃঢ় অবস্থান।

এবার সফরে নাড্ডা

■ ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে এবার বঙ্গ সফরে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। অমিত শাহর পর এবার তিনি রাজ্যে এসে দলের সঙ্গে বৈঠক করতে চলেছেন বলে সূত্রের খবর। আগামী ৮ জানুয়ারি কলকাতায় স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসছেন নাড্ডা। সেসময় তাঁকে দলীয় বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সব ঠিক থাকলে ওইদিন দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে নির্বাচনী রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করতে পারেন নাড্ডা।

মেসিকাণ্ডে টাকা ফেরত

■ যুবভারতীতে মেসিকাণ্ডে টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য সরকার গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। গত ১৩ ডিসেম্বর যুবভারতীতে ওই অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রি করে করে ১৯ কোটি টাকা আয় হয়েছিল। মেসিকে দেখতে না পেয়ে স্টেডিয়ামে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। তারপরেই গ্রেপ্তার করা হয় অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে। সেইসময় পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, টিকিটের সব টাকা ফেরত দেওয়া হবে। সেই মত আদালতের অনুমতি নিয়ে টাকা ফেরতের কাজ শুরু করা হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

‘স্টেট অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাকশন প্ল্যান’ চালুর পথে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার রুখতে নতুন বছরের শুরুতেই ‘স্টেট অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাকশন প্ল্যান’ চালুর পথে রাজ্য সরকার। আগামী ৯ জানুয়ারি স্বাস্থ্য দপ্তর-সহ একাধিক দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ডাকা এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকেই রাজ্যস্তরের অ্যাকশন প্ল্যানের খসড়া চূড়ান্ত হতে পারে বলে স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে খবর। গত এক বছর ধরে অ্যান্টিবায়োটিক তথা অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স রুখতে সক্রিয় হয়েছে রাজ্য। কোন কোন অ্যান্টিবায়োটিকের নির্বিচার

ব্যবহার সাধারণ মানুষের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি হাসপাতালের ইনডোর, আউটডোর, সিসিইউ ও আইসিইউ-তে কোন অ্যান্টিবায়োটিক কীভাবে ব্যবহার করা যাবে এবং কোনগুলির ব্যবহারে অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ জরুরি, তা নিয়েও স্পষ্ট নির্দেশিকা রাখা হয়েছে রাজ্যের প্রস্তাবিত নীতিতে। স্বাস্থ্যদপ্তরের আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই প্রাণীসম্পদ ও মৎস্য, পরিবেশ-সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। অনিয়ন্ত্রিত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে এই ক্ষেত্রগুলিতে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কতটা মারাত্মক হতে পারে, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা ও তথ্যের ভিত্তিতেই রাজ্যের সামগ্রিক অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক কর্তা জানান, মানবস্বাস্থ্য, পশুপালন, মৎস্যচাষ ও পরিবেশ; সব ক্ষেত্রেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে। এক জায়গায় নিয়ন্ত্রণ না থাকলে অন্য ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে। তাই ‘ওয়ান হেলথ’ দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজ্যস্তরে সমন্বিত অ্যাকশন প্ল্যানের প্রয়োজন ছিল। নতুন পরিকল্পনায় নজরদারি, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনে কঠোর নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বছরের প্রথমদিনে লেন্সবন্দি। পার্ক স্ট্রিটে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

শুনানি পর্বে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষদের বিশেষ সুবিধার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এনুমারেশনের পর ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া শুনানি পর্বেও প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। যৌনকর্মী, বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ আদিবাসী গোষ্ঠী (পিভিটিজি), আশ্রমের আবাসিক ও একই ধরনের অবস্থায় থাকা ব্যক্তিদের শুনানি প্রক্রিয়ায় বাড়তি সহায়তা দেওয়ার কথা বলে এক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের তরফে সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোনও কারণে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে সংযুক্তির প্রামাণ্য নথি পেশ করতে না পারেন, সেক্ষেত্রে জেলা নির্বাচনী আধিকারিককে সরাসরি সংশ্লিষ্ট এলাকা, বসতি বা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে যাচাই করতে হবে। সেখানে প্রকাশ্য শুনানি বা তদন্ত করে বয়ান ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। পুরো প্রক্রিয়া ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে নথিভুক্ত করার পাশাপাশি যাচাই শেষে যোগ্য ব্যক্তিদের একটি তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকার বুথ লেভেল এজেন্টদের সঙ্গে পরামর্শ করার কথা বলা হয়েছে। তাঁদের মতামত, আপত্তি বা সম্মতিও শুনানি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নথিভুক্ত করতে হবে। এই পুরো প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা ও যাচাই করা তালিকা ইআরও ও এআরওদের কাছে পাঠাতে হবে। আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট এনুমারেশন ফর্ম নিষ্পত্তির সময় এই নথিপত্রের প্রমাণমূল্য বিবেচনা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, এভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সমস্ত ভোটারের তালিকা পার্ট অনুযায়ী এবং বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিকভাবে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে জমা দিতে হবে। এসআইআর ২০২৬ প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক মানুষের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করতে এই নির্দেশিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনের একাংশ।

কল্পতরুর করুণাবর্ষণ, সাধারণের উদ্দেশে মমতা, শুভেন্দু ও শমীকের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন ইংরেজি বছরের প্রথম দিনে কল্পতরু উৎসবের আলোয় আলোকিত হল দক্ষিণেশ্বর ও কাশিপুর উদ্যানবাটি। বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই মায়ের মন্দিরে ভক্তদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ধারাবাহিকভাবে পালিত হয়ে আসছে এই উৎসব, যেদিন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে অকাতরে বিলি করেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে আজও লক্ষাধিক ভক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে বার্তায় লিখেছেন, সকলকে জানাই পবিত্র কল্পতরু উৎসবের শুভেচ্ছা। এ বার্তায় কেবল আনন্দ নয়, বরং ভক্তি ও ঐতিহ্যের গুরুত্বকেও তুলে ধরা হয়েছে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, কল্পতরু উৎসবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরণে আমার শত কোটি প্রণাম। রামকৃষ্ণ শরণং, রামকৃষ্ণ শরণং, প্রভু কৃপাহি কেবলং শরণ্যে। জয় ঠাকুর।দ তাঁর এই উক্তি ভক্তদের হৃদয়ে নতুন উদ্দীপনা যোগ করেছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের পোস্টে বলা হয়েছে, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আজকের দিনে কল্পতরু রূপে আবির্ভূত হয়ে সকল ভক্তের মনস্কামনা পূরণ করেছিলেন। কল্পতরু উৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আজকের দিনটি শুধু উৎসব নয়, বরং ভক্তি ও আধ্যাত্মিক চেতনায় ভরা এক মাহাত্ম্যপূর্ণ অধ্যায়। দক্ষিণেশ্বর ও কাশিপুর উদ্যানবাটীতে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভক্তদের পদধ্বনি, প্রার্থনা ও মঙ্গলকীর্তন আজ যেন জীবন্ত প্রমাণ, কল্পতরু মানে করুণা, আশীর্বাদ ও চৈতন্যের অবিরাম প্রবাহ।

কল্পতরু উৎসবে সেজে উঠেছে কাশীপুর উদ্যানবাটি।

আদি তৃণমূল নেতা মানা চক্রবর্তীর উদ্যোগে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন। দলীয় পতাকা উত্তোলন ও কেক কেটে পালিত হল দিনটি।

ইনফ্লুয়েন্সারের দরজায় ‘উন্নয়নের পাঁচালি’, ৩৮ বিশেষ দল গড়ে রাজ্যে তৎপর তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে টানা দেড় দশকের সরকার পরিচালনার পর উন্নয়ন নিয়ে সরাসরি ভোটারের মতামত গঠনের লড়াইয়ে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। ২৯৪টি বিধানসভা জুড়ে বুথ থেকে বিশিষ্টজন; সবার কাছে সরকারের কাজের বার্তা পৌঁছে দিতে নজিরবিহীন প্রচার-কৌশল সাজিয়েছে শাসকদল। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ইতিমধ্যে শতাধিক নেতাকে মাঠে নামানোর দায়িত্ব দিয়েছে। অভিজ্ঞ মন্ত্রী থেকে শুরু করে তরুণ মুখ; সকলের কাছেই এক বা একাধিক বিধানসভার দায়িত্ব বণ্টন হয়েছে। লক্ষ্য একটাই; ৮৪ হাজারের বেশি বুথে ধারাবাহিক প্রচার চালিয়ে সংগঠনকে সরব রাখা। এবারের প্রচারের আলাদা আকর্ষণ ৩৮টি বিশেষ টিম। তৃণমূল সূত্রে খবর, প্রতিটি দলে থাকবেন অন্তত এক জন মন্ত্রী বা সাংসদ, তাঁর সঙ্গে জেলা ও ব্লক স্তরের নেতৃবৃন্দ। এই দলগুলির দায়িত্ব; নির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে নাগরিক সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে যাওয়া। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক ভার্চুয়াল বৈঠকেই এই কর্মসূচির ইঙ্গিত মিলেছিল। এখন সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে। ইতিমধ্যে রাজ্যস্তরে প্রায় দু’শো পরিচিত মুখ ও ইনফ্লুয়েন্সারের তালিকা তৈরি হয়েছে। জেলার ক্ষেত্রে সেই সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১৬০০। শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, ব্যবসা থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ভিত্তিক নেতৃত্ব; সবাই থাকছেন এই তালিকায়।

এই বিশিষ্টদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে বিশেষ কিট; যেখানে তুলে ধরা হবে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে গত ১৫ বছরে নেওয়া নানা প্রকল্পের বিবরণ ও তার প্রভাব। তৃণমূল নেতাদের বক্তব্য, যাঁরা সমাজে মতামত গড়ে তুলতে ভূমিকা নেন, তাঁদের কাছে তথ্য পৌঁছলে তার প্রতিফলন ঘটে বৃহত্তর জনমনে।

প্রচারের নেপথ্যে থাকছে এক ভোটকুশলী সংস্থার টিমও। তারাই দেবে মাঠপর্যায়ে কীভাবে প্রচার এগোবে তার পরামর্শ। প্রতিটি প্রচারদলের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে;ক’জন ইনফ্লুয়েন্সারের কাছে পৌঁছতে হবে, কীভাবে আলোচনায় বসতে হবে, সবই নির্দিষ্ট করা হচ্ছে। শাসকদলের দাবি, বিরোধীদের প্রচার-আক্রমণের পাল্টা না দিয়ে তারা এবার কাজের হিসেব নিয়ে মানুষের দরজায় যাচ্ছে। ফলে নির্বাচনের আগে বঙ্গ রাজনীতিতে আরও এক দফা তীব্রতা যে তৈরি হতে চলেছে, তা বলাই যায়।

স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে হাতে, কলমে পরিবেশ সংক্রান্ত প্রকল্প চালুর বিষয় রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে। পরিবেশের পরিবর্তন ও দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে যোগসূত্র আরও স্পষ্ট করে বোঝাতে এই প্রকল্প নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ডাব্লুবিসিপিসিআর-এর তরফে সিলেবাস কমিটির কাছে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের বসবাসের ভৌগোলিক অঞ্চল ও স্থানীয় জলবায়ুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিবেশ প্রকল্প নির্ধারণ করার জন্য। কমিশনের মতে, ছুটির সময় এই ধরনের প্রকল্প কার্যকর হলে পড়ুয়ারা বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়গুলি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে। প্রকল্পগুলির সঙ্গে নম্বর যুক্ত করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে, যাতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ ও সুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস জানান, প্রস্তাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও সম্ভাব্য প্রকল্পের নমুনা সম্বলিত একটি বুকলেট ইতিমধ্যেই সিলেবাস কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে।

নটবর পাল রোডে আগুনে পুড়ে মৃত্যু বৃদ্ধার, এলাকায় শোকের ছায়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বছরের প্রথম দিনে হাওড়ার ব্যাঁটরা থানার নটবর পাল রোডে ঘটে মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ড। বৃহস্পতিবার দুপুরে ৭০ বছর বয়সি আভারানি পালের বাসভবনে আচমকাই দাউ দাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃদ্ধা একাই তাঁর টালি চালের একতলা ঘরে ছিলেন, আর মুহূর্তের মধ্যে আগুন ঘরটিকে গ্রাস করে।

প্রতিবেশীরা জল ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। ঘটনাস্থলে দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং গুরুতর আহত অবস্থায় আভারানি পালকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এ ঘটনায় পুরো এলাকা শোকমগ্ন। পুলিশ আগুন লাগার কারণ তদন্ত শুরু করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, এত দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ল, কিছু করার সময়ই পাওয়া যায়নি। স্থানীয়রা এখনও শোক এবং আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। এটি এক বার্তা যে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি কেবল দুর্ঘটনা নয়, সচেতনতা এবং নিরাপত্তার জন্য বারবার গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Arsadul Haque পিতা-Abdul Haque, গ্রাম খেজুরডাঙ্গা, পোঃ- রামনাথপুর, থানা-দেগঙ্গা, উঃ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪২৩ ইংরাজী- ১৫-১২-২০২৫ তারিখে Sl. No.- 4431 বারাসাত কোর্টের জুডিশিয়াল এফিডেভিট বলে আমার পিতা Abdul Haque ও Abdul Haque Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT

আমি **সুলেমান মন্ডল**, পিতা-মিহির মন্ডল, ঠিকানা- গ্রাম+পোস্ট-দাশঘড়া, থানা-ধনিয়াখলি, জেলা- হুগলী, অঙ্গীকার করিতেছি যে **সুলেমান মন্ডল, পিতা-মিহির মন্ডল** ও **সুলেমান লোহার, পিতা- মিহির লোহার** একই ব্যক্তি যাহা 1st class Judicial Magistrate Hoognly at Chinsurah নিকট হইতে 30/12/25 তারিখের Affidavit বলে ঘোষণা করা হইয়াছে।

AFFIDAVIT

I, **TANJILA BIBI MANDAL** W/O REJAUL MANDAL residing at Vill.-Kutubpur, P.O.-Kazipara, P.S.- Sagarpara, Dist.- Murshidabad, W.B. do hereby declare vide affidavit filed in the Court of Ld. S. D. E. M./Notary Public at Domkal, Murshidabad dated 18.12.2025 that actual name of mine and my husband and Son are TANJILA BIBI MANDAL and REJAUL MANDAL and RAJESH MANDAL but inmy son's birth certificate Registration No. 360 dated 23/11/2007, DOB 01/11/2007, my, my husband and Son's name have been erroneously printed as TANJILA BIBI, REJABUL SK and RAJESH SK. TANJILA BIBI MANDAL @TANJILA BIBI, REJAUL MANDAL @REJABUL SK and RAJESH MANDAL @RAJESH SK are the same and one identical persons.

নাম-পদবী

আমি আব্দুল সালাম (ABDUL SALAM) পিতা সাকেদ সেখ (SAKED SK) গ্রাম+পোঃ ভরতপুর, থানা ভরতপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ। এই মর্মে ঘোষনা করছি যে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা পার্ট নং ৫৮ ক্রমিক নং ৭৬৭ অনুযায়ী আমার নাম আব্দুস সালাম সেখ (ABDUS SALAM SK) পিতা সাকেদ সেখ (SAKED SK) ভোটার কার্ড নং WB/10/068/165201 আছে। বর্তমান ভোটার কার্ড নং TFH 2063170 ও আধার কার্ড নং 741522666678 এবং ২০২৫ ভোটার তালিকা পার্ট নং ৭৭ ক্রমিক নং ১৪১ আনুযায়ী আমার নাম আব্দুল সালাম (ABDUL SALAM) পিতা সাকেদ সেখ (SAKED SK)। গত ইং ৩০/১২/২০২৫ নোটারী পাবলিক কান্দি এফিডেভিট বলে Abdul Salam, S/O- Saked Sk এবং Abdus Salam Sk, S/O- Sadek Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

[illegible]

CHANGE OF NAME

আমি Anjana Saha, পিতা-Jogesh Chandra Saha, ঠিকানা-Ambagan colony, Sheoraphuli, Hooghly West Bengal Pin-712223. 1st class Judicial Magistrate at, West Bengal vide affidavit no-32021 Dated-19/12/2025 এর affidavit দ্বারা Sudipa Saha নামে পরিচিত হলাম, Anjana Saha and Sudipa Saha একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

আমি Dipak Kumar Saha পিতা-Late Radha Binod Saha, ঠিকানা- Ambagan colony, Sheoraphuli, Hooghly West Bengal Pin-712223. 1st class Judicial Magistrate at Calcutta Alipore Court, West Bengal vide affidavit no-30639 Dated-10/12/2025 এর affidavit দ্বারা Dipak Saha নামে পরিচিত হলাম, Dipak Kumar Saha and Dipak Saha একই ব্যক্তি।

আমি Amal Kumar Kundu পিতা Abani Mohan Kundu ঠিকানা Vill+P.O-Barbakpur, P.S-Karimpur, Dist- Nadia, Pin-741165, W.B গত 31/12/25 তারিখে Notary Public, Krishnagar, Nadia এর এপিডেভিট বলে Amal Kumar Kundu ও Amal Kundu একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (D.L. No: WB-52-57519).

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২ রা ডিসেম্বর, শুক্র বার, ১৭ ই পৌষ। চতুর্দশী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গল মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

নোটিশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সাগিরা বিবি তাঁর অ্যাটর্নি নাম মখলাসুর রহমান হালদার এবং হাসিবুর রহমান হালদার নিযুক্ত হয়েছেন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নং I-০৫১৫১-২০২৩ সালের অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-৩, আলিপুর, বিক্রয় করা হবে শালি জমি পরিমাপ ২ ডেসিমেল, এলআর দাগ নং ২৪৩, এলআর খ তিয়ান নং ৪৭৬, মৌজা জলখুরা, থানা মহেশতলা, জেএল নং ৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আমার মক্কেল বিক্রম ডিলার্স প্রা লি. এর অনুকূলে। কারও কোনও আপত্তি থাকলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৫ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে পারেন।

প্রসন্ন হালদার, অ্যাডভোকেট
১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৬৯
ফোন : ৬২৯০৩২৩৮৩৭

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শ্রী নিমাই চৌধুরী সংশ্লিষ্ট সকল সম্পত্তি জমির পরিমাপ আনুমানিক ৪.১২৫ ডেসিমেল বা ২.৫ কাঠা, অবস্থিত মৌজা : বনগাঁ, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩২৬৫, এলআর খতিয়ান নং ২২৫৯, ওয়ার্ড নং ৭, বর্তমানে ১২, বনগাঁ দেবোঘর বনগাঁ মঠ, বনগাঁ পুরসভা অধীন, থানা বনগাঁ, এজিএসআর বনগাঁ এবং ডিএসআর বারাসত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, সংশ্লিষ্ট অধিকৃত আইনি মালিকের কাছ থেকে হস্তান্তর দলিল তারিখ ২৯.০৫.২০১৭, দলিল নং ১৫০৯০৪১৮১-২০১৭ সালের, যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বনগাঁ অফিসে অনুযায়ী সমুদয় সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী।
কোনও ব্যক্তির কোনও অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, দাবি বা কোনও প্রকার চাহিদা থাকলে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে এই নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে প্রামাণ্য নথি সহ লিখিতভাবে জানাতে পারেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দাবি গ্রাহ্য হবে না।

শ্রী সুশান্ত মজুমদার, অ্যাডভোকেট
এমএস অ্যাসোসিয়েটস
কারনানি ম্যানশন
রুম নং -৫২৮, ৬ষ্ঠ তল,
২৭এ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬
মোবাইল : ৮৫৮৫৮২৯৫১৪/৮৯৬১৩২৫৪৮৫/ ৭৯৮০৮৩০৭৭৬

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগণা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **তারান্নুম আরা**, স্বামী মহঃ মইনুদ্দিন আনসারী, হাল সাকিম চক্ বাঁশবেড়িয়া বড়পাড়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয় বিগত ইং ১২/০৪/২০১৮ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV–00186/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **মহম্মদ মইনুদ্দিন আনসারী**, পিতা মহম্মদ ইদ্রিস, সাকিম চক্ বাঁশবেড়িয়া বড়পাড়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল, **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা খামারপাড়া, জে.এল. নং ২২, হাল এল. আর ২৭৮৬ নং খতিয়ান হইতে বিগত ইং ২৫/০৪/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে যথাঃ- ক)I-05313/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে, **শ্রী রঞ্জয় সোনার**, পিতা ছোটেলাল সোনার, সাকিম খামারপাড়া কল্যাননগর, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়কে আর.এস. ১৮৫১ নং তথা হাল.এল.আর. ২৪৭৭ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ০১ কাঠা ১৪ ছটাক ৩৭ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন ।এবং খ)I-05315/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে, **শ্রী সাহেব বাঁশফোড়**, পিতা কমল বাঁশফোড়, সাকিম ৪৫৯/এ, অশোক মিত্র রোড, কাঁচরাপাড়া, বীজপুর, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩১৪৫, মহাশয়কে আর.এস. ১৮৬৭ নং তথা হাল.এল.আর. ২৪৯৪ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ০.০২৫ একর সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রী রঞ্জয় সোনার**, পিতা ছোটেলাল সোনার এবং **২)শ্রী সাহেব বাঁশফোড়**, পিতা কমল বাঁশফোড়, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**,জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭ পৌষ ১৪৩২ শুক্রবার

বর্ষবরণের রাতে ট্র্যাফিক আইন ভঙ্গে ধৃত ২৬৩ জন

রেকর্ড শব্দদূষণের সাক্ষী মহানগর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বর্ষবিদায়, বর্ষবরণে উচ্ছ্বাস যতই চড়ুক, আইনের চোখ এড়ায়নি অশৃঙ্খলা। নিউ ইয়ার ইভে গোটা শহর জুড়ে নাকা চেকিং, টহলদারি এবং অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন, সব মিলিয়ে কড়া নজরদারিতে রাত কাটাল কলকাতা। ফলশ্রুতি ট্র্যাফিক আইন ভাঙার ১৩০১টি মামলা এবং গ্রেপ্তার ২৬৩। কলকাতা পুলিশের ভাষায়, উৎসব মানে বেপরোয়া নয়, নিয়ম ভাঙলেই ব্যবস্থা; তা যত বড় রাতই হোক।

৩১ ডিসেম্বরের রাত থেকে ১ জানুয়ারির ভোর; এই সময়েই প্রকাশিত পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, শহর জুড়ে ধরা পড়েছে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো, ট্রিপল রাইডিং থেকে শুরু করে হেলমেটবিহীন সওয়ারি; একের পর এক লঙ্ঘন। বাজেয়াপ্ত হয়েছে বেআইনি মদ ও বাজিও।

পুলিশের হালনাগাদ হিসেব বলছে, মোট গ্রেপ্তার ২৬৩, বাজি উদ্ধার প্রায় ৪ কেজি, বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত ১৬.৯৫ লিটার, ট্র্যাফিক আইন ভঙ্গের খতিয়ানে ট্রিপল রাইডিং ২৩৫, হেলমেটবিহীন সওয়ারি ৪৮০, র‍্যাশ ড্রাইভিং ১৭৮, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো ১৪৯, অন্যান্য অপরাধ ২৫৯। রাতভর আলুকাঠির মতো কঠোর ব্যবস্থার মধ্যেও শহরের সর্বত্র ছিল উৎসবের ভিড়। কিন্তু আইনশৃঙ্খলার কড়াকড়িতে ছাড় নেই, সেটাই যেন পুলিশের স্পষ্ট বার্তা। কলকাতা পুলিশের এক কর্তার মন্তব্য, নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও আপস নয়, প্রাণের শহরকে বেপরোয়া চালকের হাতে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। বর্ষবরণের উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি সড়ক নিরাপত্তার এই বার্তা তাই স্পষ্ট, আনন্দ হোক, কিন্তু স্টিয়ারিংয়ে শৃঙ্খলাই শেষ কথা।

এছাড়া, শুধু ট্র্যাফিক আইন ভঙ্গ নয়, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেদার ফাটল বাজি। বর্ষবরণে কলকাতা কাঁপাল শব্দবাজির উল্লাসে। বর্ষবরণের রাতে যাবতীয় সরকারি নিষেধাজ্ঞা কাগজেই রয়ে গেল, শহরবাসী বাস্তবে শুনল বাজি বিস্ফোরণের কর্কশ উল্লাস। বর্ষবরণে রাত যত গড়িয়েছে, ততই ছিঁড়ে গিয়েছে নীরবতার সীমানা। কলকাতা ও শহরতলির আকাশ জুড়ে রঙিন আলো, আর মাটিতে কানে তালা লাগানো শব্দবাজি; এমনই ছবি ধরা পড়ল পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পরিমাপে। বুধবার রাত ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত পাওয়া সরকারি নথিই বলছে, বর্ষবরণ মানেই শব্দের বর্বরতা; এই সংস্কৃতি বন্ধ করার প্রয়োজন আজই।

সংখ্যাই বলছে ভয়াবহতার কাহিনি; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শব্দের মাত্রা পৌঁছয় ৮৩.১২ ডেসিবেলে। তপসিয়ায় ওঠানামা করে ৮১.৫০ ডেসিবেল। আনন্দপুরে ধরা পড়ে ৭৮.২০ ডেসিবেল। এছাড়া বরাহনগরে ৭২.৭৭ ডেসিবেল, এয়ারপোর্ট এলাকায় ৭২.৬০ ডেসিবেল, মৌলানা আজাদ কলেজের আশপাশে ৬১.৯৫ ডেসিবেল এবং সিটি সেন্টার,১ চত্বরে ৬০.৯৯ ডেসিবেল শব্দদূষণ রেকর্ড হয়েছে। শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণে কঠোর নিষেধাজ্ঞা, অভিযানের আশ্বাস; সব কিছুকে কার্যত বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েই চলল অনিয়ন্ত্রিত পটকার আতশবাজি। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য আরও স্পষ্ট ও কঠিন, ডেসিবেল কেবল সংখ্যা নয়, এটি মানুষের স্নায়ু, হৃদযন্ত্র ও শিশুদের স্বাস্থ্যের উপর সরাসরি আঘাত। শিশু, বয়স্ক ও অসুস্থ মানুষদের রাতভর আতঙ্কে কেটে গেল বর্ষবরণের রাত। কোথাও হাসপাতালের জানলার কাচ কেঁপে উঠেছে, কোথাও পোষ্যরা আতঙ্কে লুকিয়েছে বিছানার নিচে। অথচ উৎসবের আড়ালে দায় এড়ানোর খেলাই যেন স্বাভাবিক নিয়ম। পর্ষদের এক কর্তার কটাক্ষই যেন পরিস্থিতির প্রকৃত সারাংশ, নিয়ম আছে বলেই ভাঙা হয়; এমন মানসিকতা বদল না হলে কলকাতা শব্দসন্ত্রাসের রাজধানী হয়েই থাকবে। বর্ষবরণের আনন্দের নামে এই বেপরোয়া শব্দের দাপট তাই শুধু রাতের নয়; রেখে গেল তীব্র প্রশ্নও, উৎসবের উল্লাস কি কানের পর্দা ফাটিয়েই হতে হবে?

রাজ্য বার কাউন্সিলের ভোটকে ঘিরে অভিযোগের পাহাড়

বাদ মুখ্যমন্ত্রীর নাম, ক্ষোভ তৃণমূলপন্থী আইনজীবীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য বার কাউন্সিলের ভোটকে ঘিরে অভিযোগের পাহাড় ক্রমশ চড়ছে। নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশ হতেই সামনে এসেছে এমন সব বিস্ময়কর তথ্য, যা দেখে আইনজীবী মহলের একাংশ যথেষ্টই হতবাক। তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই! পাশাপাশি নাম নেই অর্থপ্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যেরও। ফলে বিদায়ী কাউন্সিল বোর্ডের কাজকর্মের বিরুদ্ধে ক্ষোভ কার্যত বিস্ফোরিত হয়েছে তৃণমূলপন্থী আইনজীবীদের মধ্যে।

কলকাতা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহুদিন ধরেই আইন পেশার সঙ্গে যুক্ত। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও কার্যরত আইনজীবী। অথচ তাঁদের নাম খুঁজে না পেয়ে রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সহকর্মীরা। এক তৃণমূলপন্থী আইনজীবীর তীব্র মন্তব্য, যে তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতা মুখ্যমন্ত্রীর নাম রাখতেও সক্ষম নয়, সেই তালিকা দিয়ে নির্বাচনের বৈধতা কাগজে কলমেও টিকবে কী করে? মার্চের মধ্যেই নির্বাচন শেষ করতে হবে; দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ। সেই ভোট পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে দুই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে। কিন্তু তার আগেই অনিয়মের অভিযোগে কাউন্সিলের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নচিহ্নে। জেলা ভিত্তিক আইনজীবী সংগঠনগুলির একের পর এক চিঠিতে অভিযোগের ঢল; প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ, মৃতদের নাম রয়ে যাওয়া, নতুন প্র্যাকটিস করা আইনজীবীদের অন্তর্ভুক্তি না হওয়া; অভিযোগের তালিকাও দীর্ঘ।

২০১৮ সালের শেষ ভোটে প্রায় ৩০ হাজার আইনজীবী ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলেন। আইনজীবী মহলের দাবি, সাত-আট বছরে সেই সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। তাঁদের

বক্তব্য,তআজ অন্তত পঞ্চান্ন হাজার সক্রিয় আইনজীবী রয়েছেন, সেখানে তালিকায় নাম রয়েছে এখনও তিরিশ হাজারের কাছাকাছি, বাকিরা গেল কোথায়? প্রসঙ্গত, 'সার্টিফিকেট অফ প্র্যাকটিস'-এর জটিলতাও এ বিতর্ককে ঘিরে নতুন করে সামনে এসেছে। অভিযোগ, পাঁচ বছর অন্তর নবীকরণ হওয়ার কথা থাকলেও বহু আইনজীবী অর্থ জমা দেওয়ার পরও শংসাপত্র পাননি। তারপরও অনেকেই এই নির্বাচন লড়ছেন। বর্ষীয়ানদের কটাক্ষ, যাঁদের বৈধতার সনদই নেই, তাঁরা আবার কিসের ভিত্তিতে ভোটে নামছেন?

এদিকে তৃণমূল আইনজীবী সেলের এক প্রবীণ নেতা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যাঁরা পরিকল্পনা করে নাম বাদ দিয়েছেন, তাঁরা ভুল করছেন। সাধারণ আইনজীবীই রাস্তায় নামবেন, এই খেলায় শেষ হাসি তাঁরা হাসতে দেবেন না। বিদায়ী কাউন্সিল তবে নীরব। সহকারী সম্পাদক পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু জানিয়েছেন, সময় হলে সব জানানো হবে। কিন্তু ততক্ষণে প্রশ্নটা থাবার মতো ঝুলছে, তালিকা কি সাজানো? নাকি অক্ষমতার নগ্ন স্বীকারোক্তি? শিরোনাম তাই নিজেই জোর গলায় বলে দেয়; তালিকা কাটছাঁটের রাজনীতি? মুখ্যমন্ত্রীই যখন বাদ; তখন বার কাউন্সিলে ঝড় ওঠা স্বাভাবিক।

গণতন্ত্রের ওপর সন্ত্রাস, ১০৪ বার হাইকোর্টের দরজায় দাঁড়াতে হয়েছে: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বর্ষ শুরুর প্রথম দিনেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বৃহস্পতিবার রাজ্যের গণতন্ত্রের প্রকৃত পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে আমি যখনই আমার মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে চেয়েছি; শান্তিপূর্ণ র‍্যালি ও রাজনৈতিক সভা আয়োজন করতে চেয়েছি তখনই আমাকে ১০৪ বার হাইকোর্টের দরজায় হাজির হতে হয়েছে, এমনই মন্তব্য করলেন শুভেন্দু অধিকারী। কারণ? একমাত্র কারণ হল, তৃণমূল সরকারের স্বৈরাচারী নীতি এবং তাদের দোসর পুলিশ বাহিনী। কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই আমাদের বিরোধী মত দমন করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক অধিকারকে তারা পদদলিত করেছে।

তিনি আরও বলেন, হাইকোর্ট বারবার এই স্বেচ্ছাচারিতা উন্মোচন করেছে এবং অনুমোদন দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনের ক্ষমতার অপব্যবহার যে পরিমাণে বর্বর, তা এবার আর অস্বীকার করা যাবে না। এটা শাসন নয়, এটা স্বৈরাচারের ছদ্মবেশ।

শুভেন্দু সতর্ক করে বলেন, আমায় থামানো সম্ভব হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমি দ্বিগুণ রেকর্ড স্পর্শ করব; যুদ্ধ শুরু হয়েছে, ২০২৬ আমাদের ডাকছে।

অভিষেক ব্যানার্জি বাইরে বেরিয়ে ফাঁকা আওয়াজ দিয়েছেন, দাবি অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বুধবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে হাজির হয়েছিল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। বৈঠক সেরে বাইরে বেরিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সুর চড়ান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাইরে বেরিয়ে অভিষেক বলেন, জ্ঞানেশ কুমার আঙ্গুল তুলেছেন। ওনাকে আঙ্গুল নামিয়ে কথা বলতে বলেছি। বৃহস্পতিবার ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনে আজ সাধক রামপ্রসাদের স্মৃতি বিজড়িত হালিশহরে শক্তি মায়ের পুজো দিয়ে এ প্রসঙ্গে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, বাইরে বেরিয়ে অভিষেক ফাঁকা আওয়াজ দিয়েছেন। ভেতরে কি হয়েছে, তা কেউই জানে না। তাঁর বক্তব্য, কেউ যদি নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করেন, তাহলে তিনিই বিপদে পড়বেন। তৃণমূলের সেবাশ্রয় শিবির নিয়ে তাঁর কটাক্ষ, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলোতে পরিষেবা অমিল। অথচ রাস্তায় চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার নামে তৃণমূল নাটক করছে। রামপ্রসাদের ভিটেতে দাঁড়িয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, শক্তি মায়ের প্রবল ভক্ত ছিলেন সাধক রামপ্রসাদ। সেখানে এসে আজ মায়ের কাছে পুজো দিলাম। তাঁর কথায়, বাংলায় সনাতনীরা আক্রান্ত। ২০২৬ সালে যাতে বাংলার মানুষ অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে মুক্তি পায়, মায়ের কাছে তিনি প্রার্থনা করেন। রামপ্রসাদের ভিটেতে এদিন হাজির ছিলেন দলের ব্যারাকপুর জেলা কমিটির এক্সিকিউটিভ সদস্য সন্তোষ রায়, বীজপুরের যুব নেতা সুদীপ্ত দাস, প্রাক্তন কাউন্সিলর বন্ধু গোপাল সাহা, রবি শঙ্কর সিং, প্রিন্স সিং, চিকিৎসক ভবানী পদ গাঙ্গুলি প্রমুখ।

বড় আবাসনই লক্ষ্য, সম্ভাব্য কেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত করবে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটের মানচিত্রে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। স্কুল, কলেজ নয়, এবার সরাসরি আবাসন চত্বরে বসতে পারে ভোটকেন্দ্র। কলকাতা-সহ একাধিক জেলার বহুতল আবাসনে বুথ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে জোরকদমে। ইতিমধ্যেই পাঁচটি জেলার বিভিন্ন হাউসিং কমপ্লেক্স থেকে সম্ভাব্য কেন্দ্রের তালিকা কমিশনের টেবিলে পৌঁছে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। কমিশন সূত্রের দাবি, বড় কমপ্লেক্সগুলিকেই এবার বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যে বহুতলে তিনশো থেকে পাঁচশোর বেশি ভোটার রয়েছেন, সেই আবাসনেই বুথ খোলার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হচ্ছে; এমনই ইঙ্গিত কমিশনের অভ্যন্তরীণ মহলের।

সম্প্রতি রাজ্যের আট জন জেলাভিত্তিক নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকে বসেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। সেখানে বহুতল ও গেটেড সোসাইটিতে বুথ তৈরির প্রস্তাব তাড়াতাড়ি পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে; যেখানে অন্তত ২৫০টি ফ্ল্যাট বা প্রায় ৫০০ ভোটার একত্রে বসবাস করেন, সেখানে বুথ তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নজরে রয়েছে কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান;এই সমস্ত জেলার একাধিক আবাসন। ইতিমধ্যে পাঁচ জেলার তালিকা জমা পড়েছে বলে সূত্রের খবর। কতগুলি বুথ শেষমেশ আবাসনের ভেতরে তৈরি হবে, তা দ্রুতই চূড়ান্ত করবে কমিশন। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পরই বহুতল, গ্রুপ হাউসিং, বস্তি এলাকা এবং গেটেড কমিউনিটিতে নতুন করে সমীক্ষা শুরু হয়েছে। কমিশনের বার্তা স্পষ্ট; যুক্তিসঙ্গত পরিকাঠামো থাকলে আবাসনের ভিতরে বুথ তৈরির সিদ্ধান্তে কোনও রাজনৈতিক আপত্তি চূড়ান্ত বাধা তৈরি করতে পারবে না। ভোটের লাইন এ বার নেমে আসছে আবাসনের গেটেই; ভোটারদের কাছে টেনে আনতেই এই নতুন উদ্যোগ বলে মনে করছে নির্বাচনী মহল।

বৃহস্পতিতে শমীক-দিলীপ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য রাজনীতিতে ফের সক্রিয় হচ্ছেন দিলীপ ঘোষ। বুধবারের বৈঠকে বছরের প্রথম দিন সল্টলেকের রাজ্য দপ্তরে দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর উচ্চপর্যায়ের আলোচনা ইঙ্গিত দিচ্ছে নির্বাচনপূর্ব লড়াইয়ে তাঁকে আবার ফ্রন্টলাইনে নামাতে প্রস্তুত দল। সাংগঠনিক রণকৌশলে তাঁর আক্রমণাত্মক উপস্থিতিকে নতুন করে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত পাকা। বৈঠক সূত্রের দাবি, পথসভা, জনমিছিল ও জনসংযোগে ঘোষকে অধিকতরভাবে ব্যবহার করার রূপরেখা তৈরি হয়েছে। এই প্রত্যাবর্তনের মাঝেই ঘোষণা-সুলভ আত্মবিশ্বাসে দিলীপ ঘোষের স্বীকারোক্তি, রাজনীতিতে লড়াই করার ইচ্ছা আমার ছিল না, তবু দায়িত্ব যেখানে ডাকা হয়েছে, সেখানেই লড়েছি। খড়গপুরের সঙ্গে তাঁর আবেগের যোগও তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, জনগণের প্রতিনিধি হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে দায়বদ্ধতা বেড়ে যায়। দলের নির্দেশ এলে আগের কেন্দ্রেই নামতে প্রস্তুত; এই বার্তা দিয়ে কার্যত নিজের সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকাকে সামনে আনলেন তিনি। রাজ্য বিজেপির অন্দরে তাই নতুন সমীকরণ; দলীয় প্রচারে 'দাবাং' নেতার জোরালো প্রত্যাবর্তন। নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁর কণ্ঠ ও উপস্থিতিকে ঢাল-তরোয়াল বানিয়েই এগোতে চাইছে পদ্ম শিবির। নেতৃত্বের আস্থায় শিলমোহর পড়েছে; দল তাঁকে চাইছে প্রথম সারিতে, মাঠে, মানুষের মধ্যে।

বছরের প্রথম দিনে ইকো পার্কে পর্যটকদের ভিড়। ছবি: অদিতি সাহা

নতুন বছরের প্রথম দিনেই রেকর্ড ভিড়, আলিপুর চিড়িয়াখানায় ঢল পর্যটকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুর: সপ্তাহে যে দিনে তালা থাকার কথা, সেদিনই খুলল চিড়িয়াখানা;নতুন বছরের শুরুতেই হাসি পর্যটকদের মুখে। নতুন বছরের প্রথম সকালেই কলকাতার দর্শনীয় স্থানগুলোয় দেখা গেল উপচে পড়া ভিড়। আলিপুর চিড়িয়াখানা, ইকো পার্ক, ভিক্টোরিয়া সবখানেই মানুষের ঢল। তবে আলিপুর চিড়িয়াখানার ছবি এ বছর ছিল আলাদা। সাধারণত বৃহস্পতিবার দরজা বন্ধ থাকে, অথচ উৎসবের মরসুমে নিয়ম ভেঙে এদিন তা খুলে রাখে কর্তৃপক্ষ। ফলাফল; হাজার হাজার মানুষের মুখে স্পষ্ট আনন্দের রেখা।

চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, নতুন বছরের ছুটির আবহে সকাল থেকেই টিকিট কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইন পড়তে শুরু করে। ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েন করতে হয়েছে; কর্তৃপক্ষের বক্তব্য। নিরাপত্তা বাড়াতে বাড়তি নজরদারি ও প্রবেশপথে কড়া চেকিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয়। নিউটাউনের ইকো পার্কে সকালে থেকেই লেকে নৌকোবিহারের অপেক্ষায় লম্বা লাইন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল চত্বরে দুপুর গড়াতেই দর্শনার্থীর ঢল আরও ঘন হয়। শিশুদের হাতে বেলুন, বড়দের হাতে ক্যামেরা; নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর উৎসবমুখর ছবিতে ভরে ওঠে শহর। ব্যারাকপুর থেকে ছেলে নিয়ে বেড়াতে আসা এক পর্যটকের মন্তব্য, নতুন বছরের প্রথম দিনটা চিড়িয়াখানায় কাটানোর আনন্দের তুলনা নেই। লালবাজার সূত্রে জানা গেছে, বড়দিন ও বর্ষবরণের মতোই নববর্ষের দিনও শহরজুড়ে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন ছিল। নজরদারিতে ছিল ড্রোন ক্যামেরাও, যাতে কোনওরকম বিশৃঙ্খলার সুযোগ না থাকে। শিরোনাম যেন নিজেই তৈরি হয়ে যায়; বন্ধের দিন নয়, খুশির দিন; নতুন বছরের প্রথম সকালেই 'ওপেন' আলিপুর চিড়িয়াখানা। নতুন বছর তাই শুরু হল জনসমুদ্রের উল্লাসে, আর শহরের বুক জুড়ে ঘোরাঘুরির উৎসবমুখর হাসিতে।

উন্নয়নের পাঁচালি? উন্নয়ন বাংলার মানুষের জীবনে কোথায়? প্রশ্ন শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল সরকার গত ১৪ বছর ধরে বাংলাকে শুধুই উন্নয়নের পাঁচালী শোনাচ্ছে; পোস্টার, ব্যানার, বিজ্ঞাপন আর সভার ভাষণে শুধুই উন্নয়নের গল্প। কিন্তু প্রশ্ন একটাই; এই উন্নয়ন বাংলার মানুষের জীবনে কোথায়?

শিল্প নেই, কলকারখানা বন্ধ, যুবকযুবতীদের হাতে চাকরি নেই। লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়ে বাধ্য হয়ে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। রাজ্যে বিনিয়োগের পরিবেশ ভেঙে পড়েছে সিন্ডিকেটের তোলাবাজি, কাটমানি আর রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কারণে। শিক্ষিত যুবসমাজ হতাশ, কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম পায় না, সাধারণ মানুষ দুর্নীতির বোঝা বইছে। এর বিপরীতে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার কথা নয়, কাজের রাজনীতি করেছে। আয়ুষ্মান ভারত গরিবের বিনামূল্যে চিকিৎসা, পিএম আবাস যোজনা মাথার উপর পাকা ছাদ, জল জীবন মিশন ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ জল, ডিজিটাল ইন্ডিয়া স্বচ্ছ পরিষেবা, পরিকাঠামো রাস্তাঘাট, রেল, বিমানবন্দর।

যেখানে দেশ এগোচ্ছে, সেখানে বাংলা পিছিয়ে যাচ্ছে; কারণ রাজ্যে আছে তোষণের রাজনীতি, দুর্নীতির সংস্কৃতি আর অপশাসনের ছায়া। তাই আজ প্রশ্ন পরিষ্কার; উন্নয়নের পাঁচালী শুনব, না বাস্তব উন্নয়ন দেখব? পোস্টারের বাংলা, না কর্মসংস্থানের বাংলা? দুর্নীতির রাজনীতি, না সুশাসনের রাজনীতি? বাংলার ভবিষ্যৎ বাঁচাতে হলে প্রয়োজন পরিবর্তন।

মাধ্যমিকের সময়ে এসআইআর দায়িত্ব থেকে বিএলও শিক্ষকদের সাময়িক ছাড়ের আর্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাধ্যমিকের দরজায় কড়া নাড়ছে পরীক্ষা, আর ঠিক সেই সময়ই জোরকদমে চলছে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর। দুই গুরুদায়িত্বের টানাপোড়েনে পড়েছেন স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাই যেন পরীক্ষার্থীদের ক্ষতি না হয়, সেই ভাবনা থেকেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর দিল্লিতে পাঠাল চিঠি। আবেদন, মাধ্যমিকের দিনগুলিতে বিএলও হিসেবে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হোক। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের বক্তব্যে স্পষ্ট বার্তা, ছাত্রছাত্রীদের প্রথম বোর্ড পরীক্ষা। কোনওভাবেই পরীক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হোক, আমরা তা চাই না।

২ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি রাজ্য জুড়ে মাধ্যমিক। পরীক্ষাকেন্দ্রে পাহারায় থাকতে হবে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে। অন্যদিকে ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ পেতে চলেছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। সেই কারণে এসআইআর প্রক্রিয়াতেও এখন কাজের চাপ তুঙ্গে। দুই দায়িত্ব একসঙ্গে সামলানো কার্যত অসম্ভব; বাস্তব ছবিটিই তুলে ধরা হয়েছে পাঠানো চিঠিতে।

রাজ্যের পরিসংখ্যান বলছে, মোট ৮০ হাজার ৬৮১ জন বিএলও-র মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে নগণ্য। ফলে এই সাময়িক ছাড়ে এসআইআর প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে না বলেই প্রশাসনের ধারনা। এক ওয়াকিবহাল মহলের পর্যবেক্ষণ, বেশিরভাগ বিএলও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক। তাই মাধ্যমিকের সময়ে সাময়িক অব্যাহতি দিলে কাজ থমকে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। একদিকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ভোটার তালিকা সংশোধন, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতের প্রথম বড় পরীক্ষা। দুইয়ের টানাপোড়েনে দাঁড়িয়ে প্রশাসনের বার্তা পরিষ্কার, পরীক্ষার স্বার্থে আপস নয়।

সম্পাদকীয়

থরহরি কম্প তৃণমূলে, ছাব্বিশে বঙ্গ বিজয়ের রোডম্যাপ ছকে দিলেন শাহ

মাত্র আড়াই দিন রাজ্যে কাটিয়ে ছাব্বিশে বঙ্গ বিজয়ের রোডম্যাপ ছকে দিয়ে গেলেন অমিত শাহ। কোন পথে আসবে ম্যাজিক সংখ্যা তা রীতিমতো অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। ২৯৪ টা আসন ধরে ধরে, জেলাওয়ারি ধরে ধরে বুঝিয়ে দিয়েছেন কোথায় প্লাস, কোথায় মাইনাস, কোথায় কী টোটকা দিতে হবে, সবটাই দলের বঙ্গ ব্রিগেডের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি। প্রার্থী নির্বাচন থেকে প্রচার কৌশল রণনীতি চূড়ান্ত করে দিল্লি ফিরে গিয়েছেন বিজেপির জেনারেল। আর এতেই থরহরি কম্প।শুরু হয়ে গিয়েছে ঘাসফুল শিবিরের অন্দরে। একে তো অনুপ্রবেশ থেকে দূর্নীতি, নারী নির্যাতন থেকে বেকারি, সংখ্যালঘু তোষণ থেকে পরিবারতন্ত্র, এরকম হাজারটা ইস্যুতে রাজ্যে চরম বেকায়দায় তৃণমূল কংগ্রেস। এই আবহে বিজেপি কর্মীদের শাহ মনে করিয়ে দিয়েছেন অতীতের রেকর্ড। বাংলায় বিজেপি কীভাবে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে তিনটি বিধানসভা থেকে ৭৭টিতে এবং দু'টি লোকসভা আসন থেকে ১৮টিতে উঠে এসেছিল। বছর দেড়েক আগে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির আসনসংখ্যা কমলেও ২০২১ সালের চেয়ে ভোট যে ১ শতাংশ বেড়েছিল, তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি আর একটি গুরগত্বপূর্ণ জায়গায় এবার নিশানা করেছেন, তা হল শহর কলকাতা। আর তাতেই ঘুম উড়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কলকাতা-সহ শহরতলির কোনও বিধানসভা আসনই যে বিজেপির হাতে নেই, সে কথা মনে করিয়ে লক্ষ্য বেঁধে দিলে গেলেন অমিত শাহ। উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, দমদম এবং যাদবপুর এই চার সাংগঠনিক জেলার চারটি লোকসভা কেন্দ্রে মোট ২৮টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এই আসনগুলির মধ্যে ২০টিতে জয়ের লক্ষ্য নিয়ে বিজেপিকে ঝাঁপাতে হবে বলে শাহ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। এই আসনগুলিতে কোনও বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জেতেনি। ২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের জোড়াসাঁকো এবং শ্যামপুকুরে বিজেপি এগিয়ে ছিল। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতা, দমদম এবং যাদবপুরের প্রত্যেকটিতে বিজেপি পিছিয়ে ছিল। অর্থাৎ, ফলাফল তৃণমূল-২৬, বিজেপি-২। শাহ বএবার এই দুইকে ২০ করার টার্গেট দিশেছেন। আর এতেই চাপে পড়ে গিয়েছে বিজেপি। এখন শাহী কৌশল কোন অঙ্কে তাঁরা সামলাবে কূলকিনারা পাচ্ছে না।

শব্দছক ৩১

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭		৬	■	৭
	■	৮		■	■	৯	
১০	১১		■	১২	১৩		■
■	১৪			■	১৫		১৬
১৭		■	■	১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. পায়ে পথ হাঁটা ৪. থুতনি ৬. লক্ষ্মীদেবী ৭. আকাশ ৮. সাধু, উত্তম ৯. নিমেষ ১০. প্রকার ১২. এক উচ্চমার্গীয় সঙ্গীত ১৪. দোর ১৫. এক চিনা ফল ১৭. মৃত্যুর অধিদেবতা ১৮. হস্তী ১৯. নয়-এর স্থানাধিকারী ২০. মধ্য পান্ডব ২১. চাকর ২২. ঘরের মেঝে

ওপর-নিচ: ১. অপরের স্ত্রী ২. অবদমিত ৩. বিশ্ব ৪. চিহ্ন, চেনা ৫. ভয়ানক আকৃতিবিশিষ্ট ৮. যুদ্ধ ৯. আঁখি-পল্লব ১১. পদক্ষেপ, ফুল ১৩. জলে জাত ১৬. অস্থির আন্দোলনে পড়ে যাবার উপক্রম ১৭. বিধর্মী ম্লেচ্ছজাতি ১৮. সঙ্গীতে কম্পনযুক্ত গায়কী ১৯. নারীর দোসর ২০. যে ভয় পেয়েছে।

সমাধান ৩০ — পাশাপাশি: ১. অপর ৫. অপমানিত ৮. চমচম ৯. রক্ত ১২. সত্ব ১৩. তম্বুরা ১৫. কলহ ১৬. ভারী ১৭. কাবাব ১৮. হত ১৯. করী ২০ নাবিক

ওপর-নিচ : ২. পরিমল ৩. নৃপ ৪. কালি ৫. অমরত্ব ৬. মালা ৭. তরু ১০. কম্বু ১১. আকন্দ ১২. সহকারী ১৩. তরী ১৪. রাগত ১৬. ভাবনা ১৮. হক

আজকের দিন

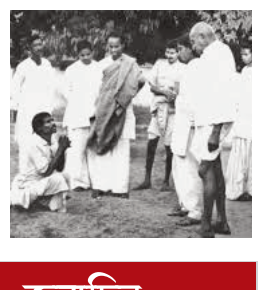

- ১৯০৬— উইলিস ক্যারিয়ার প্রথম এয়ার কন্ডিশনারের পেটেন্ট পান।
- ১৯৪২— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি বাহিনী ম্যানিলা দখল করে।
- ১৯৪৭— মহাত্মা গান্ধী পূর্ব বাংলায় একটি শান্তি পদযাত্রা শুরু করেন।
- ১৯৫৪— ভারতরত্ন এবং পদ্মবিভূষণ পুরস্কার প্রতিষ্ঠিত হয়।

জন্মদিন

- ১৯৫৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কীর্তি আজাদের জন্মদিন।*
- ১৯৬০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রমন লাম্বার জন্মদিন।*
- ১৯৬০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

এই কি রক্তস্নাত মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশ !

শান্তনু রায়

আবার এক হিন্দু খুন ও নির্যাতনের ঘটনা বাংলাদেশে। ময়মনসিংহের ভালুকায় পোশাক কারখানার মধ্যে এবার গুলি করে হত্যা করা হয়েছে ব্রজেন্দ্র বিশ্বাস নামে এক কর্মীকে। অন্যদিকে পিরোজপুরে রাতের অন্ধকারে পর পর ঘুমন্ত হিন্দুদের বাড়ি বাইরে থেকে আটকে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ায় বাড়িগুলি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। এ সবই দীর্ঘ সতেরো বছর যুক্তরাজ্যে স্বেচ্ছানির্বাসনের পর তারেক রহমান দেশে ফেরার পরের ঘটনাবলী। সকলেই জেনে গেছেন এর আগে হাসিনা বিরোধী ছাত্র নেতা ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর প্রতিবাদের নামে নৈরাজ্যে ও মৌলবাদীদের তাণ্ডবে জ্বলন্ত বাংলাদেশে দীপুচন্দ্র দাস ও পরে অমৃত মণ্ডলকে পিটিয়ে মারা হয়েছে -হিংস্র উল্লাসে নিধন করেছে উন্মত্ত জনতা। নবীর প্রতি অসম্মানজনক মন্তব্য করার মিথ্যা অভিযোগে ওই ভালুকায়ই পোশাক কারখানার কর্মী দীপু দাসকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করার পর তাকে যে উন্মত্ত জনতার হাতে তুলে দেন কারখানার ফ্লোর ইনচারজ তারা তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলার পর বিবস্ত্র করে গাছে ঝুলিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার সময় কেউ বাধা তো দেয়নি বরং জানা যাচ্ছে হত্যা করার ঘটনাও উল্লসিত জনতা ভিডিও করেছে আনন্দে। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন যে শুধু তাঁর ভাই এমন নয়, তদন্তে নেমে র‍্যাব জানায় তিনি উস্কানিমূলক কিছুই বলেননি। সাংবাদিক বৈঠকে ময়মনসিংহ র‍্যাবের আধিকারিক স্বীকার করেছেন নিহত ব্যক্তিকে ধর্ম নিয়ে আপত্তিকর কোনো মন্তব্য করতে কেউ শোনেননি -সমাজ মাধ্যমেও তিনি কিছু লেখেননি।অথচ একটি নিরীহ প্রাণ এভাবে চলে গেল নিছক ধর্মীয় উন্মত্ততায়।এবিধ ঘটনায় প্রমাণিত, 'পূর্ববঙ্গে যদি সাম্প্রদায়িকতা দমন করা সম্ভব হয়ে থাকে, পশ্চিমবঙ্গে তা কেন হবে না' জাতীয় মন্তব্য কত অসার ও অবাস্তব, যদিও এর পরেও এ রাজ্যের কতিপয় নির্বিকারচিত্ত 'পণ্ডিত'জন সাম্প্রতিক সামসেরগঞ্জের ঘটনা চেপে গিয়ে অদ্ভুত ভাবালুতায় তুলনা খুঁজে বেড়াবেন দেশের অন্যত্র।

যাহোক বাংলাদেশে আশু নির্বাচন ও অন্যান্য কিছু ব্যাপারে জামাত শিবিরের থেকে সাম্প্রতিক দূরত্বের প্রেক্ষিতে তারেকের বিএনপিও এখন কট্টর মৌলবাদীদের রোষে। তাই ইনকিলাব মঞ্চের আহবাহক ওসমান হাদির অন্ত্যোষ্টির দিনেই আক্রান্ত হয় লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতা বেলাল হোসেনের বাড়ি; রাতের অন্ধকারে উন্মত্ত জনতা সপরিবারে ঘুমন্ত বেলাল হোসেনের বাড়িতে বাইরে থেকে তালা আটকে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলে অসহায়ভাবে ঘটনাস্থলেই ঝলসে প্রাণ যায় তাঁর শিশু কন্যা আয়েশা আক্তারের। বাবা বিএনপি করার 'অপরাধে' সাত বছরের মেয়েটির প্রাণ ওইভাবে শেষ হয়ে যাওয়ার আগে জ্বলন্ত ঘর থেকে বারবার তার বাঁচতে চেয়ে কাতর আর্তি ভেসে আসছিল। না, আওয়ামী লীগের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ও হাসিনা হটাতে জামাতের দোসর বিএনপির সদস্য হয়েও বেলালা হোসেনও আজ এমনই ভয়াবহ আক্রমনের শিকার যে নিজের সাত বছরের শিশুকন্যার মর্মান্তিক মৃত্যু ঠেকাতে পারলেন না। সেদেশের পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে তাতে এরকম আরও কত অসহায় মৃত্যু ঘটবে — আরও কত রক্তপাত ঘটবে কে জানে! তবু দলের হাল ধরতে এবং আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধকরনের মাধ্যমে জোর করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার প্রেক্ষিতে দলকে জিতিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি দখলের লক্ষ্যে সদ্য দেশে ফেরা তারেক রহমান তাঁর প্রথম ভাষণে অনেক ভালো ভালো কথা বললেও দেড় বছর ধরে চলা তাণ্ডব ধ্বংসলীলা এবং লাগাতার হিন্দুনিধন ও নির্যাতন সম্বন্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।

বস্তুত আততায়ীর গুলিতে নিহত হাদির মৃত্যুতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক বড় অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে বা পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে এমনটিই অনুমান অনেকের। এ ব্যাপারে ভারতকে জড়াতে রটনা করা হচ্ছে হাদির হত্যাকারী ফয়সাল করিম দায়ুদ ও তার সঙ্গী নাকি ভারতের মেঘালয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু এভাবে ভারতবিদ্বেষ চাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে অভিযোগগুলির সত্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে সেদেশেরই বিভিন্ন মহলে- যেমন প্রশ্ন জেগেছে হাদির মৃত্যুতে লাভ কার? তার মৃত্যুর প্রতিবাদে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে পরিকল্পিত তাণ্ডবে কাদের বক্রউদ্দেশ্য সফল হবে?তবে এই অজুহাতে নতুন করে ভারতবিরোধী অপপ্রচার ও দেশে অস্থিরতা ও অরাজকতা থেকে অনুমান করা যায় ফেব্রুয়ারীতে ঘোষিত নির্বাচন বানচাল করতে এই রকম একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সংশ্লিষ্ট মহল দ্বারা।

উল্লেখ্য সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন থেকে ইনকিলাব মঞ্চের তরফ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারকে ২৫ দিনের চরমপত্র দিয়ে যে চারটি দাবি রাখা হয়েছে তার মধ্যে আছে নির্বাচনের আগে গোয়েন্দা সংস্থার কাঠামোগত সংস্কার করতে হবে এবং সেখানে অবস্থানরত সব ভারতীয় গুপ্তচরকে চিহ্নিত করতে হবে এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত সব ভারতীয় নাগরিকের ওয়ার্ক পারমিট বাতিল করতে হবে।তাদের আরও দাবি ভারত যদি তার অভ্যন্তরে আশ্রয় নেওয়া খুনিদের (পড়ুন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামাল) ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক আদালতে ভারতের বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে।

প্রসঙ্গত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গত বছরের আগষ্ট থেকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামানের ফাঁসির রায় ঘোষণার পরই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুসারে হস্তান্তরের জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান জানালেও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কোন উচ্চবাচ্য না করায় বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তি ও তাদের দোসর ইউনুস সরকার রুষ্ট ভারতের উপর। যদিও ভারত খুব স্বাভাবিকভাবেই চায় পড়শি দেশে গণতন্ত্র ও সুস্থিতি ফিরুক — সেদেশে নির্বাচন হোক অন্তর্ভুক্তিমূলক — ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ঘাঁটি নাহোক সেদেশ।

কিন্তু সে ভূখণ্ড আজ সাবেক পূর্ব পাকিস্থানের অবস্থার থেকেও ভয়ংকর যা হয়ত হিরন্ময় কারলেকরের সেই ২০১৫য় পূর্বাভাস ও আশঙ্কা সত্য করে হতে চলেছে দ্বিতীয় আফগানিস্তান বা আফগানিস্তানের তালিবান রাজের রেপ্লিকা কিংবা তার চেয়েও অধঃপতিত এক ভুখণ্ডে। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা চরম অরাজকতার তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়ের করাল গ্রাসে আচ্ছন্ন সেদেশে মৌলবাদী শক্তির অপ্রতিহত বিস্তারে সহায়তা করতে ইতিমধ্যে প্রথমে ছাত্রলীগ ও পরে আওয়ামী লীগকেই নিষিদ্ধ করেছে সেই অপশক্তির হাতের পুতুল ক্ষমতালোলুপ প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের সরকার। ইতিমধ্যেই বোঝা গেছে এরা দেশকে পশ্চাৎগামী ও বিপন্ন করতেও তারা রাজী। সেই পড়শি দেশে, যেখানকার মানুষ মোটামুটি আমাদের ভাষায়ই কথা বলে,এক মৌলবাদীশক্তি এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ সেভুমে নেই বাকস্বাধীনতা ; সেখানকার সংবাদপত্র বা সাংবাদিকদের স্বাধীনতা নেই সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন সংবাদ প্রকাশের-অন্তর্বর্তী সরকারের কোন কর্তাব্যক্তিকে অপ্রিয় প্রশ্ন করায় সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকের চাকরি খতম হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির দুটি সংবাদপত্র 'প্রথম আলো' ও দ্য ডেইলি স্টার যারা আদৌ হাসিনা সমর্থক ছিল না তবু নতুন রেজিমের কাছে মাথা নত না করায় তাদের অফিস গভীররাতে আক্রমন করে লণ্ডভণ্ড ও ভাঙ্গচুর করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় — প্রাণভয়ে কর্মীদের ছাদে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়। সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের উপর এই ভয়াবহ ও হিংস্র আক্রমনের ঘটনার প্রেক্ষিতে সেই সংবাদপত্র দু'টির কর্তৃপক্ষের-হয়ত এদেশেরও অনেকের উপলব্ধি হবে যে মোড়কেই থাক আসলে ফ্যাসিজম কি বা প্রকৃত ফ্যাসিষ্ট কারা — কিংবা হাসিনার অনেক দোষ ত্রুটি থাকলেও সে আমল এর চেয়েও খারাপ ছিল কিনা।

জঙ্গি মৌলবাদ এর মদতে উন্মত্ত জনতার আক্রমন আজ আর আওয়ামী লীগ কিংবা শেখ মুজিবের মূর্তি কিংবা বাসভবন নয়, দেশের সমস্ত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ও শিল্পচরচার কেন্দ্রগুলি। তাই গত ডিসেম্বরে সঙ্গীতশিল্পী রাহুল আনন্দের বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগের পর সম্প্রতি এই ডিসেম্বরে আক্রান্ত বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সনজিদা খাতুন প্রতিষ্ঠিত ছায়ানট-অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। এমনকি দ্বেষের বাংলাদেশে শেষ আক্রমণের শিকার জেমসএর কনসার্টও ।

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে দেশ থেকে বঙ্গসংস্কৃতির চর্চাটাই বিনাশ করে ধর্মের নাম করে বিজাতীয় সংস্কৃতির আমদানির সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়েই এগোতে চাইছে এই মৌলবাদী শক্তি। ইতিমধ্যেই আরবি ভাষাকে বিদ্যালয় স্তরে অবশ্য পাঠ্য করা হয়েছে।এমনকী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্মৃতি মুছে দিতে নয়া শিক্ষাবর্ষে স্কুলের পাঠ্যবইয়ে মুজিবের নামের আগে 'বঙ্গবন্ধু' তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গত বছর জুলাইএ শুরু হওয়া কোটাবিরোধী 'ছাত্র আন্দোলন' কে সামনে রেখে হাসিনা-বিদায় ষড়যন্ত্র রূপায়ন আগষ্টে সম্পূর্ণ হলে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন হয় এক চরম মৌলবাদী ধর্মান্ধ গোষ্ঠী যারা গণতন্ত্রের ধার তো ধারেনা যে কোন প্রতিবাদী স্বরকেই হিংস্রভাবে দমন করতে সমস্ত কুটকৌশল ও অপযুক্তির আশ্রয় নিতে সচেষ্ট।আদালত-ট্রাইব্যুনাল সব বিচারালয় এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সব সেই আগস্ট থেকে অভ্যুত্থানে বেআইনীভাবে ক্ষমতাসীন হওয়া অপশক্তির আজ্ঞাবহে পরিনত।এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত একদিকে 'দেশদ্রোহে'র অপরাধে ধৃত চিন্ময়স্বামীর বিনা বিচারে দীর্ঘ কারাবাস।অন্যদিকে এর আগেই দেখা গেছে যে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়া ডঃইউনুসের 'শাসন' এচরম নৈরাজ্যের সেই বাংলাদেশে তীব্র ভারত বিদ্বেষের আবহে চলেছে প্রকাশ্যে যুথবদ্ধ আক্রমণে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও হিন্দু নারী নিগ্রহ। কিঞ্চিৎ উদার ও প্রগতিশীল মুসলমান বিশিষ্টরাও যে খুব স্বস্তিতে বা নিরাপদে আছেন এমনটি নয়।তবে তাদের উপর সরাসরি আক্রমন বা সহিংসতা হয়ত হয় না যেহেতু ব্যক্তি মানুষের ধর্মই আজ সেখানে অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে।

বাংলাদেশে এভাবে ফিরে আসা দুঃসময় চোখে আঙ্গুল দিয়ে এও দেখিয়ে দেয় বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদীশক্তি হাসিনার আমলে গর্তে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল গত বছরের আগস্টের পর থেকে অনুকুল আবহে কি প্রবল শক্তি নিয়ে ফিরে এসে দাঁত নখ বের করেছে। অদৃষ্টের পরিহাস এমনই ২০১০ এ যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজাকার আলবদর সহ অন্যান্য অপশক্তির কুখ্যাতদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন এবং যে আদালতের রায়ে এর আগে জামায়েত ইসলামীর সাবেক আমীর কুখ্যাত গোলাম আজমের কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল আজ প্রতিহিংসায় সেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (পুনর্গঠিত) কে দিয়ে হাসিনার উপর মৃত্যদণ্ডাজ্ঞা চাপিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার বায়না করা হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে সেদিন প্রাণরক্ষায় দেশ না ছাড়লে হাসিনাকেও প্রাণ দিতে হত হিংস্রমৌলবাদী শক্তির হাতে। শেখ হাসিনা সম্বন্ধে দিল্লির অবস্থান না বদলানোয় দু'দেশের মধ্যে নতুন করে টানা পোড়েনে এবং সাম্প্রতিক তীব্র ভারতবিদ্বেষের উত্তেজনার আবহে তারেক রহমান কিভাবে অবস্থার সামাল দেন সেটাই এখন দেখার ।

প্রসঙ্গত সেই ২০১২য় বাংলাদেশেরই বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিক ডঃ মুনতাসীর মামুন তাঁর গ্রন্থে সৌদি আরবিয় বংশোদ্ভূত সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ তালাল আসাদ স্থিরীকৃত আধুনিক রাষ্ট্রের সংজ্ঞা উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে 'সেই নিরিখে বর্তমান বাংলাদেশকে বিচার করলে অবশ্যই তাকে আধুনিকতার মাপকাঠিতে ফেলা যাবে না। ,বরং ১৯৭১ এর বাংলাদেশ সে মাপকাঠিতে হয়ত উতরে যেতে পারে'। উল্লেখ্য ডঃ মামুন তাঁর গ্রন্থে আরও লিখেছিলেন- প্রশ্ন আরো আছে, ক্রমাগত যদি এভাবে পিছোতে থাকে বাংলাদেশ এবং মানুষ তা সমর্থন করে তাহলে বাঙ্গালির রাষ্ট্র এবং বাঙালি মানস বলে কিছু থাকবে কীনা।

তাঁর সে আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না তাঁর প্রমান আজকের বাংলাদেশ যেখানে পেছনের দরজা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করা জামাতের দাপটে গত একবছর ধরে ধর্মের নামে মানবিকতা চরমভাবে লাঞ্ছিত-নৈরাজ্য মানুষ সন্ত্রস্ত ভীত-ক্ষোভে ফুঁসছে-তাঁদের অনেকেরই মনে হচ্ছে আগেই ভালো ছিলাম। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকলেরই কাঙ্খিত, মুক্তচিন্তাসম্পন্ন এক আধুনিক সমাজ কারন ধমীয় কুসংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ সমাজের অগ্রগতি শ্লথ হবে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা ।

তবে পড়শিদেশের ঘটনাবলীর সঙ্গে আছে বিশ্বরাজনীতির বিশেষত আমেরিকার স্বার্থের টানাপোড়েনও। যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার দায়িত্ব নেওয়ার আগের কথায় প্রত্যাশা জেগেছিল অনেকের মনে, তিনিই অতি সম্প্রতি সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর পাকিস্থানের সঙ্গে বানিজ্যচুক্তি করে ভারতের প্রতি কটাক্ষ করেছেন।বৈঠক করেছেন ইউনুসের সঙ্গে। সেন্ট মারটিন্স দ্বীপ দিতে হাসিনা অস্বীকৃত হওয়ায় বাইডেনের আমেরিকা কুপিত হয়ে হাসিনা বিদায়ে মদত দিয়েছিল।শোনা যায় ক্লিন্টন ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে একটা বিশাল অঙ্কের অর্থ পৌঁছেছিল বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টদের কাছে ইউনুস কথিত 'মেটিকুলাস ডিজাইন' এ জুলাই আন্দোলন ও পরবর্তী অভ্যুত্থান সফল করতে।অনেকের অনুমান ডঃ ইউনুসও আমেরিকার ক্রীড়নক হিসেবে বাংলাদেশ এ প্রেরিত। বস্তুত আমেরিকা ১৯৭১ এবং কোনদিনই আওয়ামী লীগের প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল না। বরং কিঞ্চিৎ গোপন সমর্থন ছিল বি এন পির প্রতি। তাই ট্রাম্পই বা কেন অন্য রকম বা বাংলাদেশের মানুষের কথা ভেবে শুধু শুধু ইউনুসের এবং পাকিস্তানের বিরাগভাজন হবেন!আসলে ব্যবসায়ী ট্রাম্প আমেরিকার বানিজ্য স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই বিদেশনীতি স্থির করেন। এশিয়ায় চিনকে ঠেকিয়ে রাখতেই আমেরিকার ভারতকে প্রয়োজন — এর বেশি কিছু নয় ।

বিএনপি, যারা ভেবেছিল আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতে নির্বাচন করিয়ে ফাঁকা মাঠে গোল দেবে তাদেরও এখন মাথাব্যাথা ইউনুসের ক্ষমতায় থাকার লালসার সাথে তার উদ্যোগে নবগঠিত এন সি পি এবং জামাত ও মৌলবাদীদের দাপটে-এমনকী বি এন পি আজ কিঞ্চিৎ কোন ঠাসা। এই সময় বি এন পির পক্ষে বড় প্রয়োজন ছিল তারেক রহমানকে যিনি লণ্ডনে বসে এতদিন রিমোট কন্ট্রোলে দল পরিচালনা করছিলেন তাঁর দেশে ফিরে সামনে থেকে দলের হাল ধরা।যদিও সেদেশের সংবাদপত্র প্রথম আলোর সংবাদে প্রকাশ তারেকের দেশে ফেরার পরপরই বিএন পির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য বিশিষ্ট নেত্রী রুমিন ফারহানা সহ ন'জন বিশিষ্ট নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চালানোর অভিযোগে। বাংলাদেশে বেগম জিয়ার শাসন কালে হাওয়া ভবনে বসে বকলমে দেশের রাজনীতি ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করতেন বলে যে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি দেশে ফিরেই জনসভায় অনেক ভাল ভাল কথা বলেছেন— নাটকীয়ভঙ্গিতে বলেছেন তাঁর 'প্ল্যান' আছে কি তা অবশ্য খোলসা করেননি। গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশে চলা নৈরাজ্যে সংস্কৃতিকেন্দ্র ভবন ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর লাগাতার আক্রমণ কিংবা বাক স্বাধীনতা হরণ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। হাদির জন্য শোক প্রকাশ করলেও যেমন মুখ খোলেননি মিথ্যা অভিযোগে ধর্মীয় উন্মত্ততায় হিংস্র বর্বরভাবে নিরপরাধ নিরীহ যুবকের হননের ঘটনা- সমবেদনাটুকুও প্রকাশ পায়নি সেই হতভাগ্যের। আসন্ন নির্বাচনে (যদি শেষ পর্যন্ত নির্বাচন হয়) আওয়ামি লীগের অংশগ্রহণের অবস্থা না থাকার সুযোগে বিএনপি জিতলে যিনি প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসবেন বলে আশা করা যায় তাঁর বক্তব্য ও আচরণের এই দিকটি অনেকের নজরে এসেছে। তাঁর ভাষণে মানুষের (হয়ত আওয়ামি লীগ সমর্থকদের একাংশেরও) মন জয় করতে তিনি যে সব ভালো ভালো কথা বলেছেন তা নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে নিছক নির্বাচনী কৌশল কিনা ভবিষ্যতই বলবে। তবে হিংস্র মৌলবাদীদের প্রাণঘাতী হুমকিতে দীর্ঘদিন দেশছাড়া লেখিকা তসলিমা নাসরিন সমাজমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন — তারেক রহমানের সময় সুযোগ বুঝে দেশে ফেরা ও ভাষণের বক্তব্যে দ্বিচারিতা নিয়ে।

চর্চাবাসর ৩৮

গ্রিক stēthos মানে বুক, আর skopein মানে দেখা। তার থেকে উনবিংশ শতকের গোড়ায় ফরাসি ভাষায় এল stéthoscope। ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল ইংরেজি-সহ নানা ভাষায়। আবিষ্কর্তার পুরো নাম René Laennec। '২৫-এ তাঁর ২০০ বছর পূর্ণ হল। ছবিতে তাঁর স্টেথো।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ সুনীল মণ্ডলের বাড়িতে হুমায়ুন কবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বুধবার বর্ধমানের উল্লাসে প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুনীল মণ্ডলের বাড়িতে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে হাজির হয়েছিলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এই সাক্ষাৎ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জল্পনা। সাক্ষাতের পর হুমায়ুন কবীর জানান, 'সুনীল মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচয়। একসময়ে দু'জনেই বিধায়ক ছিলেন এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কও যথেষ্ট মধুর।' তিনি বলেন, 'আমি হুগলি যাওয়ার পথে বর্ধমান হয়ে আসছিলাম। তাই ফোন করে জানতে চেয়েছিলাম সুনীলবাবু বর্ধমানে আছেন কি না।

উনি কলকাতায় ছিলেন, পরে সময় করে দেখা করলাম।' এরপরই রাজ্য রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান ভরতপুরের বিধায়ক। এদিন হুগলিতে তাঁকে লক্ষ করে তৃণমূল কর্মীরা 'গো ব্যাক' স্লোগান দেয়।'গো ব্যাগ' স্লোগানের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যাদের ভাতের থালা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে, তাদের কি অভিনন্দন জানানো হবে? রাজনীতিতে কি এমন শব্দ আছে? যারা লুঠপাট করে, চোরবৃত্তি ও মিথ্যাচার করে তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, আজ তাঁদের গদি টলমল করছে। তারা আমাকে গো ব্যাগ বলবে না, বরং প্রশংসা করবে।' হুমায়ুন কবীর আরও দাবি করেন, 'ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্তই সব। এরপর নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করলেই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কেয়ারটেকার হয়ে যাবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী দিনে তিনি আর মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না। তাই যত খুশি এখন শিলান্যাস করে যান।' ধর্মীয় স্থাপনা প্রসঙ্গেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন তিনি। হুমায়ুন কবীর বলেন, 'আমরা মন্দিরের বিরোধী নই। কিন্তু সরকারি টাকায় কেন মন্দির, মসজিদ বা গির্জা তৈরি হবে? আমি যখন মসজিদ করেছি, তা কমিটির টাকাতেই করেছি। তা নিয়ে এত মাথা ঘামানোরই বা কী আছে?' এই সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মন্তব্যকে ঘিরে বর্ধমানের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও সুনীল মণ্ডল জানিয়েছেন, 'আমার সাথে পুরানো সম্পর্ক তাই দেখা করতে আসেন। তবে তাঁর নতুন দলে যোগদানের বিষয়ে কোনও কথা হয়নি। আমি কোনো দলেই নেই। এক প্রকার রাজনীতি থেকে আমি দূরেই আছেন এখন।'

মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বৃহস্পতিবার বছরের প্রথম দিনেই মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৩ জনের। মৃত্যু হয় বাবা, মা ও ছেলের। ছেলে মুম্বইয়ে কাজ করেন। তাই তাঁকে ফ্লাইটে তুলে দেওয়ার জন্য দুর্গাপুর থেকে ছোট চার চাকা গাড়িতে করে কলকাতা যাচ্ছিল ওই পরিবারটি। বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে জোতরাম এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের চার চাকা গাড়িটি সামনে থাকা একটি তেলের ট্যাঙ্কারে ধাক্কা মারে। এর পরেই ট্যাঙ্কারের পিছনে থাকা লোহার একটি অংশে গাড়িটি আটকে যায়। সেই অবস্থাতেই বেশ কিছুটা রাস্তা ছোট গাড়িটিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় ট্যাঙ্কারটি। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। মৃতরা হলেন শেখ মহম্মদ মুর্শেদ (৫৫), রেজিনা খাতুন (৫১), শেখ শাহনেওয়াজ (২৭)। তাঁরা দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন গাড়ির চালকও। তাঁকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ধানের পালুইয়ে বিধ্বংসী আগুন, লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বর্ষবরণের রাতে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকার ধান পুড়ে ছাই বলে দাবি স্থানীয়দের। প্রায় ২৩ বিঘা জমির ধানের পালুই। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে ছাতনা ব্লকের শালডিহা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সিমলা গ্রামে। গোটা ঘটনায় শুরু কড়া নজরদারি ও পুলিশি তদন্ত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শালডিহা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান রিম্পা মণ্ডলের প্রায় ২০ বিঘা জমির ধান তাঁর খামারে পালুই করে রাখা ছিল। বুধবার রাতে হঠাৎ করেই সেই পালুইতে আগুন ধরে যায় এবং কিছু সময়ের মধ্যেই তা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। একই সময়ে, ওই গ্রামের তৃণমূলের বুথ সভাপতি সুবল চন্দ্র মণ্ডলের খামারে রাখা প্রায় ৩ বিঘা জমির ধানের পালুইতেও হঠাৎ আগুন লেগে যায়। একই রাতে ২০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে পাশাপাশি দু'টি খামারে আগুন লাগার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা সিমলা গ্রামে। ঘটনায় ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন দুই তৃণমূল নেতা। এই অগ্নিকাণ্ড নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান রিম্পা মণ্ডলের অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে তাদের সঙ্গে পেরে না উঠে বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তার দাবি, ব্যক্তিগত ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেই ধানের পালুইয়ে আগুন লাগানো হয়েছে। একই অভিযোগ করেছেন বুথ সভাপতি সুবল চন্দ্র মণ্ডলও। অন্যদিকে এই বিষয়ে ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বঙ্কিম মিশ্র বিরোধী দল বিজেপিকে আক্রমণ সানিয়ে বলেন, 'বিজেপি রাজনৈতিকভাবে পেরে উঠছে না আমাদের সাথে এখ নে। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের স্বার্থে এই অগ্নিকাণ্ড করা হয়েছে। তাই আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলনে নামবো।' অন্যদিকে এই ঘটনায় তৃণমূলকে পালটা আক্রমণ বিজেপির। জেলা যুব মোর্চার নেতৃত্ব জীবন মণ্ডল বলেন, 'স্থানীয় নেতাদের মধ্যেই কাটমানি নিয়ে গোষ্ঠী কোন্দল, কয়েকদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী কার্যত স্বীকার করেছেন। তবে আমরা এর তদন্ত চাইছি। বিজেপি কোনভাবেই এর সঙ্গে যুক্ত নয়।' এদিন দুপুরের পরে এই ঘটনা নিয়ে কমলপুর আউট পোস্টের লিখিত অভিযোগ জানায় তৃণমূল। গোটা ঘটনার কড়া নজরদারি চালিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ছাতনা থানা পুলিশ।

বেঁচে যাওয়া খাবার বিতরণ করে বর্ষবরণ সহযোদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পুরনো বছরের শেষের দিনে আবারও বেঁচে যাওয়া খাবার বিতরণ করলো বর্ধমান সহযোদ্ধা। গতকাল সমাজসেবী সত্যজিৎ দত্তর কাছ থেকে খবর পেয়ে বর্ধমান সহযোদ্ধা রশিকপুর সংলগ্ন একটি অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে সেই অনুষ্ঠানের বেঁচে যাওয়া খাবার সংগ্রহ করে এবং বর্ধমান স্টেশন সংলগ্ন মেহেদী বাগান এলাকায় দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে সেই খাবার বিতরণ করে। সত্যজিৎ দত্ত বাবুর কাছ থেকে খবর পেয়ে বর্ধমানে সহযোদ্ধা সংগঠনের সদস্য প্রীতম সাহা-সহ অন্যান্যরা রশিকপুরে গিয়ে খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। এর আগেও বর্ধমান সহযোদ্ধা এই ধরনের বেঁচে যাওয়া খাবার সংগ্রহ করে বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজনীয় মানুষের কাছে বিতরণ করে এসেছে। এই বিষয়ে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক প্রশান্ত ধীবর এবং সৌমিত্র হাজরা জানান, এই ধরনের কাজের মধ্যে দিয়ে সহযোদ্ধা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায়। সত্যজিৎ বাবুর মতো সহৃদয় মানুষেরা যদি এভাবে এগিয়ে আসেন, সহযোদ্ধা আরো বেশি করে মানুষের জন্য কাজ করে যেতে পারবে এবং আগামী দিনেও তারা এই ধরনের কাজ করতে চায় এটাই হবে ২০২৬ এর নতুন বছরের তাদের অঙ্গীকার।

হুগলি জেলার কো-অর্ডিনেটর হিসেবে আদিদের উপরেই আস্থা তৃণমূল নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে হুগলি জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগের ক্ষেত্রে দলের পোড়খাওয়া পুরোনো নেতাদের উপরেই বেশি করে আস্থা রাখলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূলের হুগলি ও আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা কমিটি আগেই গঠিত হয়েছে। এবার বিধানসভা ভোটের আগে নির্বাচনী প্রচারের রণকৌশল ঠিক করা এবং 'উন্নয়নের পাঁচালি'-এর প্রচারে তৃণমূলের তরফে প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় কো-অর্ডিনেটর নিযুক্ত করা হয়েছে। হুগলির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার অধীন চন্দননগর, ধনেখালি ও সিঙ্গুর বিধানসভার কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্নাকে। গত লোকসভা নির্বাচনে তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রেই তৃণমূলের লিড ছিল। তারপরেও জেলায় একের পর এক সাংগঠনিক কর্মসূচিতে বেচারাম মান্নার সক্রিয়তা দেখেই, তাঁর কাধে গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন দলের একাংশ। উত্তরপাড়া, চণ্ডীতলা ও জাঙ্গিপাড়ায় কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দলের পুরোনো দিনের সৈনিক দিলীপ যাদবকে। জেলা সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। দলের নির্দেশ মেনে গত বিধানসভা ভোটে আরামবাগের পুরশুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থীও হন। তা সত্ত্বেও দিলীপ যাদবের উপরেই এখন আস্থা রাখছে দল। তাঁকে তিন-তিনটি বিধানসভার কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করার মধ্য দিয়ে সেটা আবারও প্রমাণিত হল। শ্রীরামপুর, চাঁপদানি ও চুঁচুড়া বিধানসভায় কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হুগলি জেলা পরিষদের মেন্টর তথা শিক্ষার কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়কে। গত লোকসভা নির্বাচনে হুগলি লোকসভার অধীন চুঁচুড়া বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় পিছিয়ে ছিলেন বিজেপি প্রার্থীর থেকে। সেই ঘাটতি মেটাতেই স্বচ্ছ ভাবমূর্তির সুবীরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। একই ভাবে জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়াকে সপ্তগ্রাম, বলাগড়, পাণ্ডুয়া বিধানসভার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সপ্তগ্রাম ও বলাগড় বিধানসভায় লোকসভা ভোটের ফল তৃণমূলকে দুশ্চিন্তায় রেখেছে। সেই ক্ষতে প্রলেপ দিতেই, নতুন মুখ হিসেবে রঞ্জন ধাড়াকে দায়িত্ব দিয়েছে দল। হুগলি সাংগঠনিক জেলার ক্ষেত্রে হরিপাল, তারকেশ্বরের কোঅর্ডিনেটর করা হয়েছে তারকেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সামন্তকে। তিনি দলের পুরোনো নেতা। গত লোকসভা ভোটের পর থেকেই তারকেশ্বরে শাসক দলের অন্যত বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। সেখানে দলের হাল ধরতে স্বপন সামন্তকে ফের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পুরশুড়া ও খানাকুল বিধানসভা কেন্দ্র ২০২১-এর ভোটে হাতছাড়া হলেও, ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে আরামবাগ কেন্দ্র পুনরুদ্ধার করেছে তৃণমূল। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে দুই কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর করা হয়েছে জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি মেহবুব রহমানকে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে মেহবুবের গ্রহণযোগ্যতাকে কাজে লাগাতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। একই কারণে হুগলির আরামবাগ ও গোঘাট বিধানসভায় তৃণমূলের কো-অর্ডিনেটর করা হয়েছে আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান বর্ষীয়ান নেতা স্বপন নন্দীকে।

নতুন বছরেও হুগলির বিধায়ক ও সাংসদের মধ্যে দূরত্ব বজায় থাকল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চুঁচুড়ায় বিধানসভা উৎসবের খুঁটিপুজো করেন অসিত। সেই অনুষ্ঠানে সাংসদকে দেখা যায়নি। দুর্গাপুজোর আগে চুঁচুড়ার একটি স্কুলে স্মার্ট ক্লাস তৈরি করা নিয়ে বিধায়ক অসিত মজুমদারের সঙ্গে সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, বছর শেষেও সেই ব্যবধান ঘুচল না। যদিও সেখান থেকে কিছুটা দূরেই তৃণমূলের টাউন সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কম্বল বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনি। এ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এব্যাপারে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রচনা বলেন, 'বিধায়কের ব্যাপারে যত কথা বলব, ততই আমার সময় নষ্ট হবে। উনি যেটা ভালো মনে করেন, সেটাই করেন। ওনাকে ওনার মতো থাকতে দাও, আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।' তাঁর সাফ কথা, 'বিধায়কের কোনও অনুষ্ঠানে আমি যাই না। আগামী দিনেও যাওয়ার ইচ্ছা নেই।' সেই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'চুঁচুড়া পুরসভার অনেক কাউন্সিলারকে ঠিকমতো কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এ নিয়ে তাঁদের প্রচুর ক্ষোভ আছে। আমাকে আমার দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতিতে নিয়ে এসেছেন, সাংসদ করেছেন। আমার একটাই লক্ষ্য, মানুষের পাশে থাকব, মানুষের জন্য কাজ করব। আমি আশা করব, বিধায়ক দলের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবেন।' অসিত মজুমদার বলেন, 'নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওনাকে টিকিট দিয়েছেন, আমাকেও টিকিট দিয়েছেন। আমি আমার সাংসদকে আমার সব অনুষ্ঠানে ডাকব। আসবেন কি, আসবেন না, সেটা ওনার ব্যাপার। ওনার মনের ভিতরে আমি তো ঢুকে নেই। ওনার কথা উনি বলছে, আমি আমার কথা বলছি। আমার অনুষ্ঠানে সাংসদের নাম থাকে, কিন্তু উনি আসেন না। কেউ না এলে আমি কী করব?' এ দিন সাংসদের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন অসিতের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত হুগলি, চুঁচুড়া পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব

শীতে অসুস্থ হয়ে মৃত শবর যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: জঙ্গলমহলে শীতের বলি হলেন বিনপুর ২ নম্বর বেলপাহাড়ি ব্লকের ডররা গ্রামের এক শবর যুবক। মৃত দিনমজুরের নাম গুরুপদ শবর (৩৫)। মঙ্গলবার রাতে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেও শেষরক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পরিবারের অভিযোগ, গ্রামের পাশে নদী পার হওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছানো যায়নি। পথেই মৃত্যু হয় গুরুপদর। ডররা গ্রামের সান্দাপাড়া অঞ্চলের মানুষদের যোগাযোগের একমাত্র পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ছোট একটি নদী। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নদী পার হওয়ার জন্য কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা নেই। গত বর্ষায় প্রবল জলোচ্ছ্বাসে নদীর পাড় ও পারাপারের জন্য অস্থায়ীভাবে নির্মিত পথটি পুরোপুরি ভেঙে যায়। তারপর মাস কয়েক কেটে গেলেও প্রশাসনের তরফে যাতায়াতের জন্য কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। গুরুপদবাবুর পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়। কিন্তু নদী পার হওয়ার কোনও সুব্যবস্থা না থাকায় ঘুটঘুটে অন্ধকারে অসুস্থ রোগীকে নিয়ে যেতে দীর্ঘ সময় নষ্ট হয়। হাসপাতালে যখন পৌঁছানো হয় তখন তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে চিকিৎসকেরা জানান। মৃত গুরুপদবাবুর স্ত্রী বাবলি শবর জানিয়েছেন, 'দিন আনি দিন খাই। সংসারে স্বামীই ছিলেন একমাত্র ভরসা। এখন ১৬ বছরের ছেলে সূর্য ও ১৩ বছরের মেয়ে শ্রাবন্তীকে নিয়ে এখন কী করব ভেবে পাচ্ছি না।' বৃদ্ধ বাবা লালু শবর এবং মা পারি শবরও সন্তানের অকাল মৃত্যুতে দিশেহারা। শীতবস্ত্রের অভাব এবং উপযুক্ত মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকা এই আদিবাসী পরিবারগুলোর কাছে সাধারণ অসুস্থতাও যে মৃত্যুর কারণ হতে পারে তা এই ঘটনা আরও একবার তা প্রমাণ করে। এলাকার বাসিন্দাদের মতে, শীত বাড়লে সরকারি সাহায্য বা কম্বল বিতরণের কথা শোনা গেলেও প্রান্তিক গ্রামগুলিতে তার ছিটেফোঁটাও পৌঁছায় না। নদীর ওপর যাতায়াতের পথ নিয়ে প্রশাসনের দীর্ঘদিনের গাফিলতি আজ একটি প্রাণ কেড়ে নিল। সান্দাপাড়া অঞ্চলের এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। এখন দেখার প্রশাসন কী ব্যবস্থা নেয়।

হেরোইন-সহ গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বর্ষবরণের রাতে খনি অঞ্চল ও শিল্পাঞ্চল আনন্দে মাতোয়ারা। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের কড়া পদক্ষেপ। পথ দুর্ঘটনা এড়াতে যেমন ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতা দেখা দিয়েছিল রাস্তায়, ঠিক তেমনি পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশের তৎপরতায় বুধবার গভীর রাতে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক বীরভূম পশ্চিম বর্ধমান সীমান্তে এরিয়া মোড়ের সন্নিকটে ২৬০ গ্রাম হেরোইন-সহ পাকড়াও হল তিন মাদক পাচারকারী। ধৃত তিন মাদক পাচারকারী হল কুলটি থানার নিয়ামতপুরের বাসিন্দা মহম্মদ শহিদ খান, চিরকুন্ডার বাসিন্দা মহম্মদ ইমরান ও ধানবাদের শিবলী বাড়ি চিরকুন্ডার বাসিন্দা মহম্মদ সামির খান। গোপন সূত্রে খবর ছিল পুলিশের কাছে। সেই মতো বীরভূম পশ্চিম বর্ধমান সীমান্ত পাণ্ডবেশ্বর এরিয়া মোড়ের সামনে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর তিন মাদক পাচারকারীকে একেবারে হাতেনাতে পাকড়াও করে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ২৬০ গ্রাম হেরোইন। এগুলো তারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল বা কোথা থেকে আনছিল তার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে গ্রেপ্তার তিন ধৃতকে আসানসোল আদালতে তোলা হয়।

OFFICE OF THE SAINTHIA MUNICIPALITY
P.O.: SAINTHIA,DIST.:BIRBHUM
NOTICE INVITING TENDER NO-
e-NIT NO:WBMAD/SM/Engg.Sec/Dev/17 of 2025-26

The Chairman of Sainthia Municipality invited tenders for the work of -
Construction of Municipality Market Building, Ground Floor infront of Raksha kali Maa Mandir, Plot No 1321 in the ward No 16 Under Sainthia Municiaplity.
Tenders Submission closing date: -
1) 17.01.2026 at 11.00 A.M
For further details please contact the mentioned office.
Sd/-
Chairman
Sainthia Municipality
Sainthia,Birbhum

TENDER NOTICE

Percentage rate Tender invited vide Niet No. **02 of 2025-2026 (16th CFC-Tied) (3rd Call)** vide Memo No. 370/C.F.C/KGP/2025, Dated: 31/12/2025. Niet No. **07 of 2025-2026 (5th SFC & 15th FC)** vide Memo No. 371/SFC/ C.F.C/ KGP/ 2025, Dated: : 31/12/2025, and Niet No. **08 of 2025-2026 (CFC-Untied)** vide Memo No. 372/C.F.C/ KGP/ 2025, Dated: 31/12/2025, by The Pradhan, Kashipur Gram Panchayet. Last Date of Application **17/01/2026 at upto 03.00 PM.** Interested contractors may visit Notice Board and of Kashipur Gram Panchayet under Beldanga-II Dev Block. Murshidabad.

Sd/- Prodhan
Kashipur G.P

ফর্ম নং ১৪
[দেখুন রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজি. এ/ডি মাধ্যমে, ডাস্টি ব্যর্থতায় প্রকাশনার মাধ্যমে
রিকভারি অফিসারের অফিস - I/II
ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৮ম ফ্লোর, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১
দাবি বিজ্ঞপ্তি
দ্য রিকভারি অফ ডেটস্ এন্ড ব্যাঙ্করাপসি এক্ট, ১৯৯৩ এর ২৫ থেকে ২৮ সেকশন এর অধীন এবং ইনকাম ট্যাক্স এক্ট,১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২ -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি
আরসি/৯০/২০২৪
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স পি. এস. এন্টারপ্রাইজ এবং অন্যান্য।
প্রতি
(সিডি ১) মেসার্স পি. এস. এন্টারপ্রাইজ, শ্রী সৌমিত্র ঘোষের প্রোপ্রাইটরশিপ ব্যবসা, পিতা- প্রয়াত আর.এন. ঘোষ, ২১/১এ, ৩য় ফ্লোর, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৯
(সিডি ২) শ্রী সৌমিত্র ঘোষ, ২৩/১৭, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৯
এছাড়াও: ১১৪/৩, রজনী মুখার্জি লেন, কলকাতা - ৭০০ ০৩৮
(সিডি ৩) শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা দত্ত, স্বামী - শ্রী সৌমিত্র ঘোষ, ২১/১এ, ৩য় ফ্লোর, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৯
এছাড়াও: ১১৪/৩, রজনী মুখার্জি লেন, কলকাতা- ৭০০ ০৩৮।
এটি অবহিত করা হচ্ছে যে, প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি - ৩), **ওএ/৩৯৬/২০১৭** দ্বারা পাস করা আদেশ অনুসারে জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্র অনুযায়ী, **৪৭,৩৬,১২৫.৯২ টাকা** (সাতচল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার একশত পঁচিশ টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা মাত্র) এবং সেইসঙ্গে পেন্ডেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যৎ সুদ বার্ষিক **১২.৭৫% হারে** বার্ষিক সরল সুদ **২৫/০৫/২০১৭ তারিখ থেকে কার্য্যকর** পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এবং **৫০,০০০/- টাকা** (মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা) মূল্য আপনার বিরুদ্ধে বকেয়া হয়ে গেছে (যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে / সম্পূর্ণ/ সীমিত)।
২. আপনাকে এতদ্বারা নোটিস প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং এর বিধিগুলির অধীনে বকেয়া ঋণের পুনরুদ্ধার অনুসারে পুনরুদ্ধার করা হবে।
৩. আপনাকে এতদ্বারা পরবর্তী শুনানির তারিখে বা তার আগে আপনার সম্পদের বিবরণ হলফনামায় ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
৪. আপনাকে এতদ্বারা **০৬/০১/২০২৬** তারিখ **সকাল ১১.৩০ টায়** নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে উপস্থিত হতে আদেশ করা হয়েছে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য:
৫. উপরোক্ত রাশি ছাড়াও আপনি আরও পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ-
(ক) শংসাপত্র/সম্পাদনের প্রক্রিয়ার নোটিসের অব্যবহিত পরে শুরু সময়কালের জন্য প্রদেয় অনুরূপ সুদ।
(খ) এই বিজ্ঞপ্তি এবং ওয়ারেন্ট এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া এবং প্রাপ্য পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য গৃহীত অন্যান্য সমস্ত প্রক্রিয়ার পরিষেবার ক্ষেত্রে মূল্য, চার্জ এবং ব্যয়।
আমার হস্থাধীনে ট্রাইবুনালের সিলমোহরযুক্ত হল ২৩.০৬.২০২৫ তারিখে।
(সাগর মণ্ডল) রিকভারি অফিসার,
ভারত সরকার,
কলকাতা ডেটস্ রিকভারী ট্রাইবুনাল- ৩

নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
রেজিস্টার্ড অফিস : ১১১এ, পার্ক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭০০০১৬
লিকুইডেটর : বিনয় কুমার সিংহানিয়া
আইবিবিআই ঠিকানা : প্রযত্নে বি কে এস অ্যান্ড কোং, ডায়মন্ড হেরিটেজ ১৬ স্ট্র্যান্ড রোড, ইউনিট ৫১৯, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
ইমেল আইডি : binay1@yahoo.com যোগাযোগ নম্বর : +৯১৬২৯১৩০৬৬০০
ই-নিলাম - ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সম্পদ বিক্রয়
কর্পোরেট ডেটরের ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২২ জানুয়ারি, ২০২৬
সময় : দুপুর ০২:০০ টা থেকে বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রাসরণ সহ)
নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রাক-যোগ্যতা নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি, ২০২৬ দুপুর ১.০০টা পর্যন্ত।
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২০ জানুয়ারি, ২০২৬ দুপুর ১:০০ টা পর্যন্ত

নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড- দেউলিয়াগ্রস্ত এর লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ হিসেবে বিক্রয় করা হবে, যা **১৩.০৬.২০২৪** তারিখের আদেশ অনুসারে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক। বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা হবে - **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
ব্লক এ (অ্যাসেট আইডি ২৩০৬)			
ফার্নিচার এবং ফিক্সচার, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি, কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জাম এবং তালিকাসহ, ১১১এ, পার্ক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১৬ বিক্রি এবং **অ-চলতি সম্পদ এবং স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম এবং অন্যান্য চালু সম্পদ সহ বিক্রি-** **১. অতালিকাভুক্ত পাবলিক কোম্পানি এর শেয়ারে বিনিয়োগ** **২. বিলম্বিত কর সম্পদ** **৩. দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম** **৪. সিকিউরিটি ডিপোজিট** **৫. ট্রেড রিসিভেবল** **৬. স্বল্প মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম নগদ এবং নগদ সমতুল**	৩,৭৩,০০,০০০/- (তিন কোটি তিয়াত্তর লাখ মাত্র) টাকা	৩৭,৩০,০০০/- (সাঁইত্রিশ লাখ ত্রিশ হাজার মাত্র) টাকা	১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা মাত্র) টাকা

দ্রষ্টব্য : অনুগ্রহ করে কর্পোরেট ডেটরের মালিকানাধীন সম্পদ বিক্রির বিস্তারিত ই-নিলাম নথি দেখুন EAUCTION/2025/01।
বিক্রয়ের শর্তাবলী নিম্নরূপ :
১. ই-নিলাম ''যেখানে যেমন আছে'' ''যেখানে যা আছে'', ''যেমন আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' পরিচালিত হবে কারণ এই ধরনের বিক্রয় আইবিবিআই ই-নিলাম পোর্টালে ব্যাঙ্কনেট দ্বারা **https:-//ibbi.baanknet.com/ eauction-ibbi/home**-এ অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে কোনও ধরণের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই করা হবে।
২. সকল আবেদনকারীকে ইএমডি জমা দেওয়ার এবং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে উল্লিখিত শর্তাবলী পর্যালোচনা করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। লিকুইডেটরের সাথে **binay1@yahoo.com; ip.newhind@gmail.com** এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।
৩. এসসিসি-এর সাথে পরামর্শ করে দরপত্র ঘোষণার পর, লিকুইডেটর সফল দরদাতাকে একটি লেটার অফ ইনটেন্ট (এলওআই) জারি করবেন এবং অবশিষ্ট অর্থের বিবেচনা চাইবেন। (ই-নিলাম নথিতে উল্লিখিত বিস্তারিত শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে)। প্রাথমিক ইএমডি এবং আরও ইএমডি হিসাবে জমা করা পরিমাণ চূড়ান্ত বিক্রয় মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং সফল দরদাতাকে অবশিষ্ট অর্থের একটি সমন্বয়কৃত পরিমাণ বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে সফল দরদাতা কর্তৃক অবশিষ্ট অর্থ জমা না করলে সফল দরদাতা কর্তৃক জমা করা সম্পূর্ণ অর্থ (ইএমডি + অন্য যেকোনো পরিমাণ) বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৪. আগ্রহী ডাকদাতার ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় নথি সংযুক্ত করুন ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে।
৫. স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং/অথবা কোনও আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দরদাতাকে গ্রহণ না করার এবং/অথবা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৬. দরদাতা BAANK NET প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**-এ নিলাম এবং নিবন্ধনের নির্দেশিকা পড়তে পারবেন। আগ্রহী দরদাতাদের ওয়ালেটের মাধ্যমে BAANK NET -এ বায়না জমা (ইএমডি) পরিমাণ জমা দিতে হবে।
৭. BAANK NET-এর পক্ষ থেকে কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা সিস্টেম সমস্যার ক্ষেত্রে, লিকুইডেটর দায়ী থাকবে না। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য দরদাতা সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। তবে, কোনও প্রশ্ন বা সহায়তার ক্ষেত্রে আগ্রহী ক্রেতাকে নিলাম নথির আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে নির্ধারিত নিলামের ২৪ ঘন্টা আগে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
৮. ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, ব্যক্তিগতভাবে সম্পদের মান বা নথি দেখতে পারেন নিজ ব্যয়ে এবং সন্তুষ্টির জন্য। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি সম্ভাব্য দরদাতারা প্রাক অনুমতি সাপেক্ষে স্থান পরিদর্শন করতে পারবেন; শ্রী বিনয় কুমার সিংহানিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী নির্ধারিত সময়ে নিলাম পরিচালনা করবে।
৯. ই-নিলামের তারিখ ও সময় : **২২ জানুয়ারি, ২০২৬ দুপুর ০২:০০ টা থেকে বিকেল ০৪:০০ টা পর্যন্ত** (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)।

লিকুইডেটর
শ্রী বিনয় কুমার সিংহানিয়া
নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড
স্থান : কলকাতা | **রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P00041/2017-18/10102**
তারিখ : ০২/০১/২০২৬ | **ই-মেইল binay1@yahoo.com, যোগাযোগ নং +৯১৬২৯১৩০৬৬০০**

জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের শেষ দিনে জনজোয়ার

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

কনকনে হাড় কাঁপানো শীতকে উপেক্ষা করেই বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ফার্স্ট জানুয়ারি শেষ হল পুরুলিয়ার বিখ্যাত 'হীরক রাজার দেশ' জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব ২০২৫-২০২৬।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পাহাড়ে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। এদিন উৎসবের শেষ দিনে বৃহস্পতিবার রাতে জয়চণ্ডী পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত 'সত্যজিৎ রায় মঞ্চে' শীত রজনীকে উত্তাপ দিতে মুম্বই থেকে এসেছিলেন সঙ্গীত শিল্পী সৌয়েব আলি।

২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া ১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত পাঁচদিন ধরে চলা এই উৎসবের শেষ দিনে বৃহস্পতিবার জয়চণ্ডী পাহাড়ে ও পাহাড়ের পাদদেশে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। এবার জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের শেষ দিন। পাহাড়ের পাদদেশে 'সত্যজিৎ রায় মঞ্চে' কনকনে হাড় কাঁপানো শীতে উত্তাপ দিতে মুম্বই থেকে আসেন সঙ্গীত শিল্পী সৌয়েব আলি। উৎসবের শেষ দিনে মঞ্চ কাঁপিয়ে গান গেয়ে আগত পর্যটকদের মাতিয়ে তুলেছিলেন। তাই

এবার হয়তো পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের হীরক রাজার ব্রাত্য দেশ জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব শেষ অবধি পর্যটনের স্থান হিসেবে গণ্য হতে চলেছে। এবারের উদ্বোধন মঞ্চ থেকেই দাবি উঠেছে এই উৎসবে এবার সরকারি শিলমোহর পড়ুক। আগত উৎসবের আগে এলাকাবাসী সেই অপেক্ষাতেই দিন গোণা শুরু করল।

এদিকে, ইংরেজি নববর্ষের পিকনিকের মরশুম মজেছে বাঙালি। পুরুলিয়ার পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে পর্যটকদের ভিড়। পুরুলিয়ার অযোধ্যা, জয়চণ্ডী, গড়পঞ্চকোট-সহ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে এদিন তিল ধারণের জায়গা ছিল না। এবিষয়ে কলকাতার টালিগঞ্জ থেকে আগত পর্যটক শিবানী দাসগুপ্ত জানান, 'প্রকৃতির টানে এই পুরুলিয়া ছুটে আসা। অনেক নাম শুনেছি তাই বছরের শুরুর দিন আমরা পুরুলিয়া চলে এসেছি। পুরুলিয়ার অপরূপ সৌন্দর্য্য আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। না এলে হয়তো বুঝতেই পারতাম কেন এত মানুষ পুরুলিয়া ঘুরতে আসেন। আমি বহিরাগত পর্যটকদের বলব, পুরুলিয়া এলে একবারের জন্য পুরুলিয়ার অযোধ্যা, জয়চণ্ডী, গড়পঞ্চকোট-সহ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র গুলি একবার ঘুরে যাবেন।'

নরেন্দ্র মোদীর ছবি দেওয়া পোস্টার লেখা ঘিরে অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: নতুন বছরের শুরুতেই নরেন্দ্র মোদীর ছবি দেওয়া পোস্টার লেখা ঘিরে রাস্তা অবরোধ বিজেপির। পালটা কটাক্ষ তৃণমূলের। একদিকে নরেন্দ্র মোদী, অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বঙ্গে এসে মতুয়াদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। মতুয়াদের জন্য নাগরিকত্ব দিয়েছেন। আবার উলটো দিকে মতুয়া ভোট ব্যাংক কাছে টানতে মরিয়া চেষ্টা করছে শাসকদল তৃণমূল। আবার বিজেপিও তাদের নিজেদের ঘর ধরে রাখতে চাইছে মতুয়া ভোট ব্যাংক। নতুন বছরের শুরুর দিনে বিজেপি কর্মীদের নজরে আসে নরেন্দ্র মোদীর ছবি দেওয়া পোস্টার। যেখানে লেখা রয়েছে, ‘ছুরি মেরেছে বিজেপি, ২৬-এ দেখে নেব। হাবরায় মতুয়াদের পোস্টার।’ সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর ছবি দেওয়া। এভাবেই হাবরা বিধানসভার কুমড়া এবং কাশিপুর এলাকায় একাধিক পোস্টার লাগানো হয়েছে। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। বিজেপি কর্মীরা পোস্টার খুলে দেন। নতুন বছরের শুরুতেই সকালে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের নজরে আসে রাস্তার দু'পাশে নরেন্দ্র মোদীর ছবি দেওয়া পোস্টার রয়েছে। বেলা বাড়তেই বিজেপি কর্মী সমর্থকরা কাশিপুর বাজারে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, নরেন্দ্র মোদিকে কালীমালিপ্ত করবার জন্য এই ধরনের চক্রান্ত করছে তৃণমূল। কারণ তৃণমূল আগে থেকেই বুঝতে পারছে আর তাঁরা ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। এবার ভোটে তাদের বিদায় অনিবার্য। তাই এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক মন্তব্য লিখে ব্যানার লাগিয়েছে। যারা এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে আইনতভাবে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার দাবি তুলেছে বিজেপি কর্মীরা। হাবড়া থানার পুলিশ এসে অবরোধকারীদের আশ্বাস দেওয়ার দেড় ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেয় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। পালটা, পোস্টার নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল নেতা বাপী মজুমদার বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের সঙ্গে মতুয়ারা রয়েছে। বিজেপি মিথ্যে এসআইআর নামে মানুষের নাম বাদ দিচ্ছে। তৃণমূল এই ধরনের পোস্টার লাগিয়ে নোংরা রাজনীতি করে না। এটা বিজেপির দুই গোষ্ঠীর ঝামেলা, তাই এই পোস্টার।’ এর পরিপ্রেক্ষিতে হাবড়া মণ্ডল ৩ সহ সভাপতি আশিস পাণ্ডে বলেন, ‘তৃণমূলকে জানিয়ে দিতে চাই আমরা ছেড়ে কথা বলবো না। আগামী নির্বাচনে মানুষ বুঝিয়ে দেবে এই ধরনের নোংরা রাজনীতির ফলাফল কি।’

সপ্তগ্রামে এসআইআর আতঙ্কে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির সপ্তগ্রামে এসআইআর আতঙ্কে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। পরিবারের লোকেদের দাবি, এসআইআর-এর শুনানিতে হাজির হওয়ার জন্য স্থানীয় বিএলও তাঁকে ফোন করে নথি নিয়ে বিডিও অফিসে আসতে বলেছিলেন। সেই আতঙ্কে ঘুম উড়েছিল স্বপনের। মঙ্গলবার শুনানিতে না গিয়ে স্বপন কাজে বেরিয়ে যান। ভোটার কার্ড ছাড়া এসআইআরে নাম তোলার জন্য তাঁর কাছে আর কোনও সরকারি নথিপত্র ছিল না। তাই শুনানিতে যেতে হবে শুনেই প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। শেষমেষ নিজের বাড়িতেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। নাম স্বপন বাগদি (৩৬)। বাড়ি হুগলির সপ্তগ্রামে। এ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত স্বপন পেশায় একজন দিনমজুর ছিলেন। রাতে বাড়ি ফিরে বিষয়টি জানার পরেই স্ত্রীর সঙ্গেও ঝগড়াঝাটি শুরু করে দেন। তারপরে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। স্ত্রী-সন্তানরা পাশের ঘরে যে যার মতো রাতে ঘুমিয়ে পড়ে। বুধবার সকালে স্বপনের সাড়া শব্দ না পেয়ে ঘরের দরজা ভেঙে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেন প্রতিবেশীরা। স্ত্রীর অভিযোগ, শুনানির আতঙ্কেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন স্বপন। স্বপন ছিলেন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ব্যক্তি। সপ্তগ্রাম বিধানসভার সপ্তগ্রাম পঞ্চায়েতের ৭৮ নম্বর বুথের ভোটার ছিলেন স্বপন। সপ্তগ্রাম রেল স্টেশন লাগোয়া ৩০ বিঘে ঘোষ পাড়ায় কয়েক দশক ধরে পরিবারটি বসবাস করছে। স্বপনের বাবা-মায়ের মৃত্যু হয়েছে অনেক বছর আগেই। বাড়িতে স্ত্রী ছাড়াও তাঁর দুই নাবালক ছেলে ও এক নাবালিকা মেয়ে রয়েছে।

ঘটনার দিন স্থানীয় বিএলও স্বপনের স্ত্রীকে ফোন করে কাগজপত্র নিয়ে বিডিও অফিসে শুনানিতে আসতে বলে। রাতে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর মুখ থেকে সে কথা শোনার পরেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন স্বপন। তা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। তারপরেই তিনি আত্মঘাতী হন। স্ত্রীর কথায়, ‘ভোটার কার্ড ছাড়া স্বামীর কাছে অন্য কোনও কাগজ ছিল না। তাতেই ওঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়। শুনানির ভয়েই আমার স্বামী আত্মহত্যা করেছে।’ মৃতের শাশুড়ি কাঞ্চন বাগদি বলেন, ‘মেয়ের অভাবের সংসার। আমরা এখানে পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে আছি। ২০০২ সালের অনেক আগেই স্বপনের বাবা-মা মারা গিয়েছে। কাগজপত্র না থাকায় স্বপনের মন মেজাজ ভালো ছিল না। তার জন্য মেয়ের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয়। এরপরেই ঘরের দরজা দিয়ে আত্মঘাতী হন স্বপন।’ এই মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে দায়ী করেছেন তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্য মানস মজুমদার। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রথম থেকেই এসআইআর নিয়ে মানুষের হয়রানির প্রতিবাদ করে আসছি। এক্ষেত্রে বিএলও স্বপনকে শুনানির নোটিস না দিয়ে অন্য এক স্বপন বাগদিকে নোটিস ধরায়। মৃতের স্ত্রীকে ফোন করে স্বপনকে বিডিও অফিসে ডেকে পাঠান বিএলও। সে কথা জানতে পেরেই স্বপন গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়। কেন না, ভোটার কার্ড ছাড়া অন্য কোনও কাগজ ছিল না স্বপনের কাছে। আমরা পরিবারটির পাশে থাকব।’ যদিও বিজেপির রাজ্য নেতা স্বপন পাল বলেন, ‘পারিবারিক অশান্তির কারণেই আত্মঘাতী হয়েছে ছেলেটি। তৃণমূল এ নিয়ে রাজনীতি করছে।’ নির্বাচন কমিশনের কোনও প্রতিনিধি এ নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি।

শুনানিতে ডাক, আতঙ্কে হৃদরোগে মৃত্যু প্রৌঢ়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: নতুন বছরের শুরুতেই সীমান্তে এসআইআরের শুনানি ডাক পেয়ে আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু। বৃহস্পতিবার ভোরে মৃত্যু হয় বছর ৬০-এর সুলতান সরদারের। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বরূপদা গ্রামে।

বছর ৬০-এর সুলতান সরদার বরাবরি এই গ্রামেরই স্থানীয় বাসিন্দা। কাগজপত্র ঠিকঠাক ছিল না। ২০২৫ এর ২৭ ডিসেম্বর স্বরূপনগর বিডি অফিসে শুনানিতে গিয়েছিল। সেখান থেকে তার কাগজপত্র সমস্যার কথা জানানো হয়। সেই থেকে তিনি আতঙ্কে ভুগছিলেন। সেদিন থেকেই তিনি শয্যাশায়ী হন। বুধবার শারীরিক অবস্থা অতিরিক্ত অবনতি হয় পড়ে। হাইপ্রেসার তারপর বৃহস্পতিবার ভোরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কাজের সুবাদে ভিন্ন রাজ্যে ছিলেন, তাই ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে সুলতানের নাম ছিল না। সেখান থেকে সে আতঙ্কে ভুগছিলেন। ২৭ ডিসেম্বর শুনানির পর থেকে সে অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৃতের স্ত্রী দিলওয়ারা সরদার বলেন, ‘শুনানিতে ডেকে ছিল, তিনি শুনানিতে গিয়েও ছিলেন। তারপর থেকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি হামেশাই বলতেন, ছেলেপুলেদের ছেড়ে কি চলে যেতে হবে। আমি বারাবার বুঝিয়েছি, কিছু হবে না। কিছুই হল না। দুশ্চিন্তা করে পেশার হাই হয়ে গিয়ে আজ সকালে মৃত্যু হয়েছে।’ সুলতান সরদারের ছেলে ওসমান সরদার বলেন, ‘একমাত্র এসআইয়ের কারণেই আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে। এসআইআরের কারণে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। এই আতঙ্ক বন্ধ না করতে পারলে আমার বাবার মতো আরও অনেকের মৃত্যু হবে।’ খবর পাওয়ার পাওয়ার পরেই তৃণমূলের ৯৮ বুথের সদস্য-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা কর্মীরা পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

প্রতিষ্ঠা দিবসে কম্বল বিতরণ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ১৯৯৮ সালে ইংরেজি নববর্ষের দিনেই তৃণমূল কংগ্রেস দল গঠন করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতি বছর এই দিনটি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করেন তৃণমূল কর্মীরা। সেইমতো বৃহস্পতিবার কাঁকসা মোল্লাপাড়ায় তৃণমূলের দলীয় পতাকা উত্তোলন করে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন তৃণমূল কর্মীরা। এদিন দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ পিরু খান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা, উপপ্রধান উজ্জ্বল মল্লিক, জেলা পরিষদের সদস্য সমীর বিশ্বাস, ত্রিলোকচন্দ্র পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ, ব্লকের সভাপতি নবকুমার সামন্ত-সহ অন্যান্যরা। এদিন দলীয় পতাকা উত্তোলন করে সকলকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। পাশাপাশি কিছুদিন আগে প্রয়াত হন তৃণমূল কর্মী মানিক বাগদি। এদিন তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপশি তাঁর পরিবারের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়ে তাঁর পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তৃণমূল কর্মীরা। পাশাপাশি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এদিন ৫০০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতকম্বল তুলে দেন তৃণমূল কর্মীরা।

দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু, অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: নববর্ষের প্রাক্কালে এক হৃদয়বিদারক সড়ক দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হল। বর্ষবরণের রাত ১১টা নাগাদ জামুড়িয়া থানা এলাকার কুনুস্তোড়িয়া গ্রামের কাছে জাতীয় সড়ক ৬০-এ এই ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম সুব্রত মণ্ডল (২২)। খবর অনুযায়ী, সুব্রত খাবার নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন, এমন সময় একটি অজ্ঞাত গাড়ি তাঁকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও তদন্তাধীন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বৃহস্পতিবার স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসেন। ক্ষুব্ধ মানুষ ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে স্পিড ব্রেকার নির্মাণের দাবি জানান। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়ার পরেই জনতা রাস্তা পরিষ্কার করে। এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা হিরণ মণ্ডল বলেন, ‘নিহত ব্যক্তির নাম সুব্রত মণ্ডল। তিনি স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দা। এখানে আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে, তাই প্রশাসনকে এখানে একটি স্পিড ব্রেকার স্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে যাতে এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করা যায়।’

কল্পতরু উৎসবে কামারপুকুর মঠ ও মিশনে বিশেষ পুজোপাঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: নতুন বছরের প্রথম দিনই কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে ভক্তের ঢল পূণ্যভূমি কামারপুকুরে। ভোর থেকেই মঙ্গলারতির মাধ্যমে পুজোপাঠ শুরু হয়েছে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠে। বছরের প্রথম দিনে বেলুড় মঠ, কাশীপুর উদ্যানবাটী ও দক্ষিণেশ্বরের পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুরে ভক্তের ভিড় চোখে পড়ার মতো। মঙ্গল আরতির মধ্য দিয়ে কামারপুকুরে ভোর রাত থেকেই বিশেষ পুজোপাঠ শুরু হয়। সেই সঙ্গে সাজিয়ে তোলা হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের আদি খড়ের ছাউনি মাটির বাড়িটিকেও। কামারপুকুরে ঠাকুরের ভক্তরা কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে গোটা কামারপুকুর নাম সংকীর্তন সহযোগে প্রদক্ষিণ করছে। বছরের প্রথম দিন মনবাসনা পূরণ করতে ভক্তরা কামারপুকুরে ভিড় জমান। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ‘তোদের চৈতন্য হোক’। ‘কল্পতরু’ কথার অর্থ হল ইন্দ্রলোকের সর্বকামনা পূরণকারী ‘দেবতরু’ অর্থাৎ যিনি সহজেই অন্যের ইচ্ছাপূরণ করেন। ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি এই উৎসবের সূচনা হয়েছিল। এই দিন কল্পতরু রূপে ভক্তদের আর্শীর্বাদ করেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব। পূরণ করেছিলেন ভক্তদের সমস্ত মনস্কামনা। আর সেই থেকে ইংরেজি বছরের প্রথম দিনটি ‘কল্পতরু উৎসব’ নামে পরিচিত। কামারপুকুরে ঠাকুরের জন্মস্থান ও কাশীপুরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জীবনের শেষদিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন। তাই কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ও কামারপুকুরে এই উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি প্রথম কল্পতরু উৎসবের দিনটি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁর অনুগামীদের জীবনে ছিল এক অভূতপূর্ব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ভক্তের বিশ্বাস, কল্পতরু উৎসবের দিনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে মন থেকে কিছু চাইলে সে ইচ্ছা পূরণ হয়। এই বিষয়ে কামারপুকুর মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ লোকোত্তরানন্দজী বলেন, ‘আজ ১ জানুয়ারি ২০২৬ সাল। খুবই আনন্দের দিন। এই দিন কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ঠাকুর কল্পতরু হয়েছিলেন। এই ইতিহাস সবাই জানেন। কামারপুকুর মঠ ও মিশনে কল্পতরু উৎসব চলছে। ভোরবেলা ৪.৩০ মিনিটে মঙ্গলারতি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। তারপর বেদপাঠ, গীতাপাঠ হয়েছে। ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় চণ্ডীপাঠ হয়েছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা ও বিবেকানন্দের বিশেষ পুজোপাঠ হয়েছে। কল্পতরু উৎসব উদযাপন করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে এদিন কামারপুকুর মঠ ও মিশনে কল্পতরু উৎসবে সামিল হন কয়েক হাজার পুণ্যার্থী।

যুবকের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বর্ষবরণের গভীর রাতে ইংরেজবাজার শহরের ব্যস্তবহুল এলাকা আইটিআই মোড় থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের দেহ। বুধবার মধ্যরাতের এই ঘটনার পর বৃহস্পতিবার সকালে মৃত যুবকের পরিবার তাঁদের বাড়ির ছেলেকে খুন করা হয়েছে বলে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, বুধবার বর্ষবরণের রাতে বন্ধুদের সাথে পিকনিক করবে বলে সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল নবরঞ্জন মণ্ডল (৩০)। এরপর বৃহস্পতিবার বছরের প্রথম দিনই রথবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশের মারফত নবরঞ্জনের দেহ উদ্ধারের কথা জানা যায়। মৃতদেহের শরীরে বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাতেই অনুমান, কেউ বা কারা ওকে খুন করে রাস্তার ধারে ফেলে পালিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আশেপাশের এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম নবরঞ্জন মণ্ডল (৩০)। তাঁর বাড়ি ইংরেজবাজার শহরের ওয়ার্ডের জাহাজফিল্ড এলাকায়। নবরঞ্জন শহরের রথবাড়ি এলাকার একটি হার্ডওয়ারের দোকানের কর্মী ছিলেন। বর্ষবরণ রাতে সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে পিকনিকের নাম করে বেরিয়েছিল সে। এরপরেই আইটিআই মোড়ের কাছে রাস্তার ধারে দেহ উদ্ধার হয় ওই যুবকের। মৃতের এক দাদা হিমাংশু মণ্ডল জানিয়েছেন, ‘এদিন কাজ থেকে ফিরে ভাই সন্ধ্যাবেলা সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করবে বলে। ওর মানিব্যাগে সবসময় আধার কার্ড, ভোটার, কার্ড প্যান কার্ড থাকতো। কিন্তু এদিন সকালে পুলিশ মারফত জানতে পারি, আমাদের এলাকার জনৈক ব্যক্তি শ্রীচরণ মণ্ডল ভোরে কাজে যাওয়ার সময় রাস্তার ধারে আমার ভাইয়ের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। এরপরই রথবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশকে উনি খবর দেন। শহরের ব্যস্তবহুল একটা এলাকায় বর্ষবরণের রাতে আমার ভাইকে কে বা কারা মেরে ফেললো সেটা পুলিশের নজরে এলো না, তা ভাবতেই অবাক লাগছে। এই এলাকার আশেপাশে সিসি ক্যামেরায় মোড়া রয়েছে। আমাদের দাবি সেই সিসিটিভির ফুটেজ দেখেই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হোক। কারণ, ভাইয়ের গোটা শরীরে আঘাতে চিহ্ন রয়েছে। ওকে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা। কিন্তু খুনের কারণ সম্পর্কে আমরা এখন ও কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।’ প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, মনোরঞ্জনের সঙ্গে দীর্ঘদিন আগেই মানিকচক থানা এলাকার বাসিন্দা রুমি মণ্ডলের বিয়ে হয়। তাঁদের পাঁচ বছরের এক নাবালিকা কন্যা সন্তান রয়েছে। কিন্তু পারিবারিক অশান্তির কারণে রুমি মণ্ডল মানিকচকের মথুরাপুরে তাঁর বাবার বাড়িতে গত দেড় বছর ধরে থাকতো। এখানেও কারোর কোনও হাত রয়েছে কিনা সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

পথদুর্ঘটনা এড়াতে ট্রাফিক অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: পথ দুর্ঘটনা এড়াতে ৩১শে ডিসেম্বর রাতে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো ও খারাপ ড্রাইভিং-এর বিরুদ্ধে অন্ডাল গ্রাম মোড় পর্যন্ত ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালালো অন্ডাল ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ। দুর্গাপুর এবং আসানসোলের দিক থেকে যে সব বাইক অন্ডালের দিকে আসে তাদের দাঁড় করানো হয়। এবং ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভিং-এর পরীক্ষা করা হয় চালকদের। তাতে দেখা যায় ১৫ জন চালক মদ্যপ অবস্থায় ড্রাইভ করছিল। এই চালকদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। ডিসি ট্রাফিক পি ভি সতীশ বলেন, ‘দুর্ঘটনা রুখতে এই ধরনের অভিযান। বর্ষবরণ পার্টিতে অংশ নিয়ে অনেকে মদ্যপ অবস্থায় রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছে। তাদেরকে ধরে জরিমানা করা হয়।’

তৃণমূলের মেগা রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাদিবসে মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল হাওড়ার শ্যামপুরের বারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সাপুড়ে। এই মেগা রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়। উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও বিধায়ক কালিপদ মণ্ডল, শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসী জানা, হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শ্রীধর মণ্ডল-সহ প্রমুখ। এদিন সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক জুলফিকার আলি মোল্লা। এদিন ৩৬০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে থানা ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে তরুণীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, অভিযুক্তর গ্রেপ্তারের দাবিতে থানা ঘেরাও। দুর্গাপুরের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের আশিসনগরের এক তরুণীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর শশাঙ্কশেখর মণ্ডলের দাদা শিবপ্রসাদ মণ্ডলের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তর দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে কোকওভেন থানার সামনে বিক্ষোভে নামেন এলাকার বাসিন্দারা। বিক্ষোভ চলাকালীন থানার সামনে স্লোগান ওঠে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, শিবপ্রসাদ মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বহু মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার করে আসছে। ঘটনার প্রায় ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করায় ক্ষোভ বাড়ছে।

বিক্ষোভকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, অবিলম্বে গ্রেপ্তার না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন। বিক্ষোভকারী বীরেন মণ্ডল বলেন, ‘পুলিশ কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলন চলবে।’

২০২৬টি ডুব দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত বিষ্ণুপুরের সদানন্দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ২০২৬ টি ডুব দিয়ে অভিনবভাবে নতুন বছরকে স্বাগত জানালেন বিষ্ণুপুর শহরের সদানন্দ দত্ত। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যের লালবাঁধের জলে ২০২৬টি ডুব দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানালেন বিষ্ণুপুরের সাঁতারু সদানন্দ। ২০১৬ সাল থেকে বাংলা, ইংরেজি বছরকে ডুব দিয়ে বরণ করেন সদানন্দ। এবারও তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি। কনকনে শীতে লালবাঁধের জলে একটানা একের পর এক ২০২৬টি ডুব দিয়ে নতুন বছরকে অভিনবভাবে বরণ করে নিলেন সদানন্দ। আর ডুব দেওয়ার সাক্ষী রইল বিষ্ণুপুরের উৎসাহী বহু মানুষ। এই দৃশ্য দেখতে যোগ দিয়েছিলেন বিষ্ণুপুরে ঘুরতে আসা পর্যটকরাও।

বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্যে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বছরের শুরুতেই জাঁকিয়ে পড়া শীতের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণপিপাসু বাঙালিদের মধ্যে বেড়ানোর উন্মাদনা নতুন করে দেখা দিয়েছে। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জনপ্রিয় পর্যটনস্থলগুলির পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রাকৃতিক পর্যটনকেন্দ্রেও ক্রমশ বাড়ছে মানুষের ভিড়। ঠিক তেমনই শীত পড়তেই নদিয়ার অন্যতম আকর্ষণ বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্য-তে পর্যটকদের আনাগোনা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

অভয়ারণ্য কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছরের শেষের ছুটির দিনগুলিতে গড়ে প্রায় হাজারখানেক মানুষ এই অভয়ারণ্যে আসছেন। যদিও বনদপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী অভয়ারণ্যের ভিতরে বনভোজন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তবে সীমানার বাইরেই দূর-দূরান্ত থেকে আসা পর্যটকেরা আনন্দের সঙ্গে পিকনিক করছেন। পাশাপাশি অভয়ারণ্যের ভিতরে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ানো হরিণ, নানা প্রজাতির পাখি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী দেখার জন্য শিশু থেকে শুরু করে প্রবীণদের মধ্যেও বাড়ছে উৎসাহ। প্রায় এক বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ সফরে এসে বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্যের প্রবেশমূল্য সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক করার ঘোষণা করেন। সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার পর থেকেই পর্যটকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বর্তমানে প্রতি বুধবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে অভয়ারণ্য খোলা থাকে। ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও বন্যপ্রাণ সুরক্ষার স্বার্থে কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অভয়ারণ্য কর্তৃপক্ষ পর্যটকদের চারটি নির্দিষ্ট সময়ে সকাল ১১টা, দুপুর ১২টা, দুপুর ১টা ও দুপুর দুটোয়, গ্রুপ করে প্রবেশ করাচ্ছে। প্রতিটি গ্রুপের সঙ্গে থাকছেন দু'জন করে প্রশিক্ষিত গাইড। ডেপুটি ফরেস্ট রেঞ্জার রাজেশ বিশ্বাস জানান, দুপুর দুটোর পর আর কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না এবং বিকেল তিনটের মধ্যে সকল পর্যটককে অভয়ারণ্য ত্যাগ করতে হয়। শীত যত বাড়ছে, ততই বেড়েই চলেছে পর্যটকদের ভিড়। তবে সেই ভিড় সামলে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণ রক্ষায় সচেষ্ট কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগে পর্যটকদের মধ্যেও বাড়ছে প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ববোধ ও আন্তরিকতা।

বছরের প্রথম দিনে গাংদুয়াতে পর্যটকদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আজ পহেলা জানুয়ারি নতুন বছরে, বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের গাংদুয়া ড্যাম্পে পিকনিকের ভিড় সাধারণত অনেক বেড়ে যায়। এই সময়টি একদিকে যেমন শীতকালীন ছুটির আনন্দে মানুষের মেলামেশা হয়, তেমনি গাংদুয়া ড্যাম্পের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং শান্ত পরিবেশ পিকনিকের জন্য উপযুক্ত স্থান হয়ে ওঠে। প্রকৃতির মাঝে পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে আসা লোকজন সাধারণত সেখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করেন, হালকা খাদ্য খান, এবং একে অপরের সঙ্গে সময় কাটান। শীতের হাওয়ায় উজ্জ্বল আকাশের নীচে পিকনিকের আনন্দ অনেক গুণ বেড়ে যায়। এছাড়া, সেদিন স্থানীয় দোকানপাট, স্টলগুলোতে নানা খাবারের আয়োজন থাকে, যা অতিথিদের আকর্ষণ করে। সাধারণত, পর্যটন স্থানগুলোতে সেদিন প্রচুর মানুষের জমায়েত হয়, ফলে জায়গাটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ঘরেই কেক তৈরি করে বিএডে ভর্তির খরচ তুলল মৌপিয়া

মনোজ চক্রবর্তী ● শ্যামপুর

এখন শীতের মরসুম চলছে। পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে মানুষের ভিড়। হিমেল হাওয়ার শিরশিরানি আর কাঁচা রোদে স্নান করে পর্যটকরা ঘুরছেন বিভিন্ন জায়গায়। আর বড়দিন কেটে যাওয়ার পরেও ফি বছর এই সময়টায় কেকের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। বর্ষ শেষের ২৫ ডিসেম্বর থেকে নতুন বছরের পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত কেকের ব্যাপক চাহিদা থাকে বলে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি করা হয়। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে ততই বেকারির তৈরি কেকের চেয়ে ঘরে তৈরি কেকের চাহিদার বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। আর এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে বাড়িতে বসে কেক তৈরি করে নিজের বি এডের ভর্তির খরচ তুলে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন হাওড়ার শ্যামপুরের রাধানগর গ্রামের মৌপিয়া মণ্ডল। জানা গিয়েছে, ‘ভূগোলে অনার্স নিয়ে বিএ পাস করার পর বিএডের জন্য ভর্তি হওয়ারপরিকল্পনা থাকলেও অন্তরায় হয়েছিল আর্থিক সমস্যা। আর এক্ষেত্রে বাড়িতে খাওয়ার জন্য কেক তৈরি করলেও তা যে বিপণন করা যায় এবং সেই অর্থ যে কাজে লাগানো যায় এই বিষয়টি মায়ের কাছ থেকে শুনে ঘরের মধ্যেই থাকা বিভিন্ন সরঞ্জাম দিয়ে বিভিন্ন সাইজের প্রচুর কেক তৈরি করেছিলেন ওই ছাত্রী। দু একটি উপকরণ কেনা হয়েছে মাত্র। বড়দিনের আগে থেকেই সেই কেক বিক্রি করে যা আয় হয়েছে, তা দিয়ে বিএডে ভর্তির কয়েক হাজার টাকা সংকুলান হয়েছে বলে জানিয়েছে সে। আর ঘরের মেয়ের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মা-বাবা থেকে শুরু করে বিশিষ্টজনেরা। শুধু তাই নয়, এলাকায় রীতিমতো সুনাম কুড়িয়েছে মৌপিয়া। মৌপিয়া জানিয়েছে, ঘরোয়া কেক নিয়ে বড়সড় কিছু করে দেখানোর ইচ্ছে রয়েছে তাঁর। এখন দেখার মৌপিয়ার উদ্যোগ কতটা সাফল্য পায়।

নতুন বছরের শুভ কামনায় রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি: ইংরেজি নতুন বছর উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সামাজিক মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, নতুন বছর সকলের জীবনে শক্তি ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনুক। তাঁর আশা, ২০২৬ সাল সমৃদ্ধ ভারত গঠনের পথে নতুন উদ্যমের সঞ্চার করবে।উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণান তাঁর শুভেচ্ছা বার্তায় জানান, নতুন বছর শক্তিশালী ও উন্নত ভারত নির্মাণে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে আরও নতুন মাত্রা দেবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সামাজিকমাধ্যমে দেশবাসীকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে তিনি লেখেন, সকলকে ২০২৬ সালের শুভেচ্ছা। আগামী বছরটি সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। আপনাদের প্রচেষ্টায় সাফল্য আসুক এবং জীবনের প্রতিটি কাজে পরিপূর্ণতা লাভ হোক। পাশাপাশি সমাজে শান্তি ও সুখ কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী।লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধিও ইংরেজি নতুন বছর উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তরুণ নারীশক্তির সঙ্গে নিজের একটি ছবি পোস্ট করে হিন্দি ও ইংরেজি ক্যাপশনে তিনি লেখেন, আপনাদের সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। নতুন বছর আপনাদের জীবনে খুশি, সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য বয়ে আনুক।ইংরেজি নববর্ষের সূচনায় দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের এই শুভেচ্ছা বার্তায় আশাবাদ ও ইতিবাচকতার বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

খালেদা জিয়াকে শ্রদ্ধা জানাতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে রাজনাথ, লিখলেন শোকবার্তা

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছে ভারত। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির বাংলাদেশ হাই কমিশনে গিয়ে প্রয়াত খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানান ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি হাই কমিশনে উপস্থিত হয়ে শোকবার্তায় স্বাক্ষর করেন এবং খালেদা জিয়ার পরিবারের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণের প্রতিও গভীর সমবেদনা জানান।ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লা এক্স-এ রাজনাথ সিংয়ের ছবি প্রকাশ করে লেখেন, ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকে স্বাগত জানাতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। একই সঙ্গে তিনি জানান, ভারত সরকারের তরফে খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, খালেদা জিয়ার প্রতিকৃতির সামনে বসে শোকবার্তা লিখ ছেন রাজনাথ।মঙ্গলবার সকালে ঢাকার একটি হাসপাতালে দীর্ঘ অসুস্থতার পর প্রয়াত হন খ ালেদা জিয়া। বুধবার তাঁর শেষকৃত্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস

জয়শঙ্কর। দুপুর ৩টে ৩ মিনিটে জাতীয় সংসদ ভবন সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে শুরু হয় খালেদা জিয়ার জানাজা, যা শেষ হয় ৩টে ৫ মিনিটে।জানাজায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তথা খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান, জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম-সহ একাধিক রাজনৈতিক নেতা। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের পাশাপাশি লক্ষাধিক সাধারণ মানুষও শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন। জানাজা শেষে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সংসদ ভবন এলাকা থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় মিয়া অ্যাভিনিউ সংলগ্ন জিয়া উদ্যানে। সমাধিস্থলের কাছাকাছি পৌঁছোনোর পর খ ালেদা জিয়ার কফিন কাঁধে তুলে নেন স্থলসেনা, নৌসেনা ও বায়ুসেনার প্রধানেরা। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ তাঁর স্বামী, বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মেজর জিয়াউর রহমানের পাশে খালেদা জিয়াকে সমাধিস্থ করা হয়। এদিকে, শেষকৃত্যের সময় খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লেখা একটি ব্যক্তিগত শোকবার্তাও তারেকের হাতে তুলে দেন। পরে সামাজিক মাধ্যমে জয়শঙ্কর লেখেন, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি হস্তান্তর করা হয়েছে। ভারত সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা জানাই। তিনি আরও লেখেন, খালেদা জিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ আমাদের দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিশা দেখাক। প্রসঙ্গত, গত বছরের অগস্টে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকেই ভারত,বাংলাদেশ সম্পর্কের টানাপড়েন প্রকাশ্যে এসেছে। এমন পরিস্থিতিতে খালেদা জিয়ার প্রয়াণের পর প্রধানমন্ত্রী মোদির শোকবার্তা, ঢাকায় জয়শঙ্করের উপস্থিতি এবং নয়াদিল্লিতে রাজনাথ সিংয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য;এই ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহকে কূটনৈতিক স্তরে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা।

কুয়াশাচ্ছন্ন দিল্লি, প্রভাব বিমান ও রেল

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি: কুয়াশায় মোড়া দিল্লি। বুধবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ১৫০টি উড়ান বাতিল হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ২৫০টিরও বেশি বিমান দেরিতে উড়ছে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে। নতুন বছর উদযাপনে বেড়াতে বেরিয়ে আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক। আবহাওয়া দফতর হলুদ সতর্কতা জারি করেছিল। বলেছিল, মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা থাকতে পারে। কিন্তু জানা গিয়েছে, এ দিনের দৃশ্যমানতা একেবারে কমে গিয়েছে। কয়েক মিটার দূরত্বেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। এছাড়াও কুয়াশার জেরে উত্তর ভারতের অনেক ট্রেন দেরিতে চলছে বলে জানা গেছে রেল সূত্রেউ

বছরের প্রথম দিন সকাল থেকেই কুয়াশা এবং ধুলোর চাদরে ঢাকা দিল্লি। বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর একিউআই রেকর্ড করা হয়েছে ৩৭১। ইন্ডিয়া গেট থেকে কর্তব্য পথ, সর্বত্রই ঘন কুয়াশার দাপটে দিনের আলোতেই নেমে এসেছিল রাতের অন্ধকার। আনন্দ

বিহারে বায়ুর গুণমান সূচক ছিল ৪১৮, ওয়াজিরপুরে ৪১৪, রোহিণীতে ৪১৩, অশোক বিহারে ৩৯২, আর কে পুরমে ৩৮১, আইটিওতে ৩৭১, চাঁদনি চকে ৩৭৭ এবং সিরি ফোর্টে ৩৮৪ রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়াও নয়ডায় ৩৬৪, গাজিয়াবাদে ৩৩৮, গ্রেটার নয়ডায় ৩৩৬ একিউআই ছিলউ

শুধু দূষণ নয়, হাড়কাঁপানো ঠান্ডাতেও কাঁপছে রাজধানী। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, গত ছয় বছরের মধ্যে ডিসেম্বরে দিল্লির শীতলতম দিন ছিল বুধবার। এ দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে দিল্লিতে আরও কমবে তাপমাত্রা।

উল্লেখ্য, বাতাসের গুণগত মান বা এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই) এর সূচক ০-৫০ এর মধ্যে থাকলে 'ভালো', ৫১-১০০ একিউআই-কে 'সন্তোষজনক' হিসেবে গণ্য করা হয়, ১০১-২০০ একিউআই-কে 'মাঝারি' গুণমান হিসেবে ধার্য করা হয়, ২০১-৩০০ একিউআই-কে 'খারাপ' বলা হয়ে থাকে, ৩০১-৪০০ একিউআই-কে 'খুব খারাপ' পর্যায়ভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং ৪০১-৫০০ কে 'গুরুতর' বলে বিবেচনা করা হয়।

নতুন বছরের শুভেচ্ছা রাহুল-প্রিয়াঙ্কা গান্ধির

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি: সকলকে ইংরাজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তরুণ নারীশক্তির সঙ্গে নিজের ছবি দিয়ে ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল। হিন্দি ও ইংরেজি ক্যাপশনে লিখেছেন, 'আপনাদের সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই।

নতুন বছর আপনাদের জীবনে অনেক খুশি, সুস্বাস্থ্য এবং সাফল্য আনুক।'

ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাহুলের বোন তথা কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। সোনিয়া-তনয়া প্রিয়াঙ্কা এদিন সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, 'আপনাদের সকলকে নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা। নববর্ষ সকলের জন্য সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং আনন্দে ভরে উঠুক। আমাদের সকল দেশবাসীর পারস্পরিক ভালোবাসা, সহযোগিতার মনোভাব থাকুক।'

জয়সলমীর সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, ধৃত পাকিস্তানি

জয়সলমীর, ১ জানুয়ারি: রাজস্থানের জয়সলমীর জেলার সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে এক পাকিস্তানি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার জানা গিয়েছে, নাচনা এবং নোখ সেক্টর সংলগ্ন এলাকা দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করার সময় ওই ব্যক্তিকে হাতেনাতে আটক করেন বিএসএফ জওয়ানরা। বছর পঁয়ত্রিশের ওই ব্যক্তি নিজের নাম ও বাবার নাম জানিয়েছেন। বলেছেন, পাকিস্তান পঞ্জাব প্রদেশের সারগোদা জেলার বাসিন্দা তিনি। তাঁর কাছে পাকিস্তানি টাকা, একটি ছুরি এবং কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে আটক হওয়ার সময়। বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

সুইজারল্যান্ডের পানশালায় বিস্ফোরণে মৃত বহু

বার্ন, ১ জানুয়ারি: বর্ষবরণ উদযাপনের মধ্যেই সুইজারল্যান্ডের ক্র্যান্স মন্টানায় একটি পানশালায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। গুরুতর আহত অনেকে।

বৃহস্পতিবার সুইস পুলিশ জানিয়েছে, আলপাইন স্কি রিসর্ট টাউনের লে কনস্টেলেশন নামের পানশালায় নববর্ষের পার্টি চলছিল। বিস্ফোরণে আহত একাধিক। ঘটনাটি নাশকতার কি না তা এখনও জানা যায়নি।

দক্ষিণ-পশ্চিম সুইজারল্যান্ডের পুলিশের আধিকারিক গেটান ল্যাথিয়ন বলেন, বিস্ফোরণের কারণ এখনও অজ্ঞাত। এর ফলে অনেকে আহত এবং বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন। সুইজারল্যান্ডে পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ লে কনস্টেলেশন পানশালাটি। সেখানেই পার্টি চলছিল। বিস্ফোরণ ঘটে রাত দেড়টা নাগাদ। এখনও স্পষ্ট নয় এর ফলে কতজন মানুষ নিহত এবং আহত হয়েছেন।

পুলিশের মুখপাত্র আরও জানিয়েছেন, ছুটির দিনে ক্রান্স মন্টেনায় প্রচুর পর্যটক বেড়াতে আসেন। সেই কারণেই ভিড় জমেছিল জনপ্রিয় পানশালাটিতে। তদন্ত শুরু হয়েছে। এখনও অনেকে কিছুই পরিষ্কার নয়।

ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে পুরীতে ভক্তদের ঢল

ভুবনেশ্বর, ১ জানুয়ারি: ইংরেজি নববর্ষ ২০২৬-এর সূচনায় ওড়িশার পুরীতে জগন্নাথ দেবের দর্শনে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে দর্শনার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ভক্তরা নতুন বছরের মঙ্গলকামনায় পূজা,অর্চনা করেন।

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের দ্বার খোলা হয় রাত ১টা ৩২ মিনিটে। ভিড় নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে দর্শনার্থীদের প্রবেশ শুধুমাত্র সিংহদ্বার দিয়ে করা হয় এবং মন্দির প্রাঙ্গণে নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় দর্শনের আয়োজন করা হয়। প্রচুর ভক্ত

সমাগমের কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মোবাইল ফোন ও জুতো জমা রাখার অস্থায়ী কাউন্টার বসানো হয়। আইন,শৃঙ্খলা রক্ষায় পুরী শহরজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়।

পুরীর পুলিশ সুপার প্রতীক সিংহ জানান, বিপুল সংখ্যক ভক্ত শান্তিপূর্ণভাবে দর্শন করছেন। ভক্তদের সহায়তার জন্য শেডে সিসি ক্যামেরা ও পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম বসানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

ময়দান

মেসি-কাণ্ডে টিকিটের টাকা ফেরত শুরু সিটের

নিজস্ব প্রতিবেদন: যুবভারতীতে মেসি-কাণ্ডের এবার টাকা ফেরত দেওয়ার শুরু করল সিট। টিকিট বিক্রির বরাত পাওয়া সংস্থা 'ডিস্ট্রিক্ট বাই জোম্যাটো'কে তলব করে যাবতীয় তথ্য নিয়েছিল তদন্তকারী দল। তারপরই শুরু হল টাকা ফেরত দেওয়ার পদ্ধতি। মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তর অ্যাকাউন্ট থেকে ২২ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এছাড়াও টিকিট বিক্রি করে ১৯ কোটি টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে।

কলকাতা, নয়াদিল্লি ও মুম্বই, তিনটে শহরের মোট ইভেন্টের অর্থ শতদ্রুর অ্যাকাউন্টে ছিল। মাত্র ৮ কোটি টাকা 'জোম্যাটো ডিস্ট্রিক্টে'র কাছে বাকি আছে। মেসি-কাণ্ডে ১৩ ডিসেম্বর বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল শতদ্রু দত্তকে। এরপরই তিনি পুলিশকে মুচলেকা দিয়ে জানিয়েছেন, টিকিটের সব টাকা ফেরত দেওয়া হবে। ভারত সফরের জন্য সব মিলিয়ে প্রায় খরচ হয়েছিল ১০০ কোটি টাকা। মেসিকে ৮৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়। অন্যদিকে কর বাবদ ১১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল ভারত সরকারকে।

এই ঘটনায় পদত্যাগ করলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। অব্যাহতি চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়ামন্ত্রীর সেই ইস্তফাপত্র গ্রহণও করেছিলেন। তাই আপাতত রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের দায়িত্ব নিজেই সামলাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, মেসির দর্শনের জনু যুবভারতীতে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। মেসির গোট-কনসার্টে ভাঙচুর হয়ে যায় যুবভারতী স্টেডিয়াম। হাজার হাজার টাকা খরচ করে টিকিট কেটেও প্রিয় তারকা মেসিকে দেখতে না পাওয়ার ক্ষোভে উত্তাল হয়ে পড়েছিল যুবভারতীর গ্যালারি।

নীতার বিরুদ্ধেও ৩ পয়েন্ট লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের পর আইডব্লিউএলেও জয়ের ধারা বজায় রেখেছে ইস্টবেঙ্গল মহিলা দল। এবার নতুন বছরের শুরুতে তাদের প্রথম ম্যাচ খেলতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল মহিলা দল। গত ম্যাচে সেসার বিরুদ্ধে ৯ গোল করেছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে এই ম্যাচ অতটাও সহজ হবে না অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের দলের জন্য। প্রতিপক্ষ নীতা ফুটবল অ্যাকাডেমি বেশ শক্তিশালী দল। ইস্টবেঙ্গলের থেকে একটা ম্যাচ বেশি খেলে আপাতত পয়েন্ট টেবিলের এক নম্বরে রয়েছে নীতা ফুটবল অ্যাকাডেমি। আক্রমণ ভাগে শক্তিশালী এই দল প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত ১৩ টি গোল করেছে, গোল খেয়েছে মাত্র ২ টি।

তবে ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্সের সামনে নীতার ফরোয়ার্ডরা কতটা খেলতে পারে সেটাই দেখার। টানা ম্যাচ খেলতে খেলতে দলের মেয়েরা হাপিয়ে উঠেছে, সে কথা এদিনও

জানিয়ে গেলেন কোচ অ্যান্থনি। সেক্ষেত্রে প্রথম একাদশে খেলোয়াড় পরিবর্তন করবেন কিনা, সেটা অবশ্য তিনি স্পষ্ট করে জানাননি। সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে গেলেন, আপাতত নীতার বিরুদ্ধে ম্যাচ ছাড়া কিছু ভাবছেন না। সেই সঙ্গে বললেন, নীতার পক্ষেও সহজ হবে না ইস্টবেঙ্গলকে হারানো, নিজের দল নিয়েই বেশি ভাবছেন তিনি। পাশাপাশি ধন্যবাদ জানিয়ে গেলেন তাদের যারা মাঠে এসে তার দলকে সমর্থন করছে। তিনি বলেন, 'রিকভারি নিয়ে সমস্যা থাকলেও মানিয়ে নিচ্ছি। প্রথন দুই ম্যাচের থেকে গত ম্যাচে দল অনেক ভালো খেলেছে। এই ম্যাচেও তিন পয়েন্ট নেওয়ার দিকেই তাকিয়ে রয়েছি।'

ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সের অন্যতম ভরসা সুস্মিতা লেপচা বলেন, 'শেষ ম্যাচে একে অপরের সমর্থনে খেলেছি। পরের ম্যাচেও আমরা অধিক আত্মবিশ্বাসী হব না কারণ আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কোনও

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

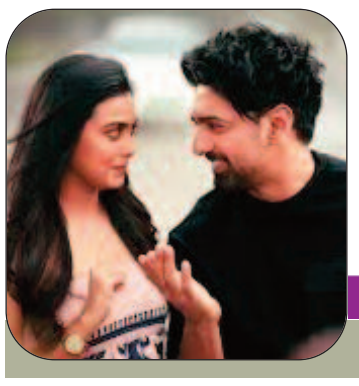

একদিন বায়োস্কোপ

পারিবারিক, আবেগঘন মুহূর্তের সংমিশ্রণ নিয়ে তৈরি প্রজাপতি ২

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

কথায় আছে মধ্যবিত্ত মানুষের সংসার কেবল টাকায় চলে না আবেগ দিয়েও চলে। আর এই ধ্যান ধারনার পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সম্প্রতি পরিচালক অভিজিৎ সেনের ‘প্রজাপতি টু’ সিনেমার মাধ্যমে। এই সিনেমার মাধ্যমে পরিচালক মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনধারার পরিদর্শনকে সূত্র করে দর্শকদের আবেগকে উদ্দীপিত করেছে। অতনু রায় চৌধুরীর এবং দেবের যৌথ প্রযোজনায় দেব ইন্টারটেইনমেন্ট ভেনচারস থেকে প্রযোজিত এই ছবিটি বলাই বাহুল্য কয়েক বছর আগের একই প্রযোজক এবং পরিচালক দ্বারা পরিচালিত ‘প্রজাপতি ওয়ান’ কে রীতিমতো ভালোভাবে টেক্কা দিয়েছে।

ছবিতে অভিনয় করেছে দেব, মিঠুন চক্রবর্তী, অনুমেঘা, জ্যোতির্ময় কুন্ডু, ইধিকা পল, কাঞ্চন মল্লিক, খরাজ মুখার্জি, অপরাজিতা আঢ্য, শকুন্তলা বড়ুয়া এবং অনির্বাণ চক্রবর্তীসহ অনেকেই।

ছবির গল্পটি অগ্রসর হয়েছে জয় চক্রবর্তীর চরিত্রটি কে আবর্তন করে যে চরিত্রটি চরিত্রটি একজন সিঙ্গেল প্যারেন্ট যা স্ত্রী মারা গিয়েছে এবং লন্ডনে থাকেন তার মেয়েকে নিয়ে। লন্ডনে তিনি একটি হোটেলের শেফ এবং দু চোখে একরাশ উড়ন্ত স্বপ্ন নিয়ে নিজস্ব একটি রেস্টুরেন্ট তৈরি করার পরিকল্পনা করছেন। জল চক্রবর্তীর বাবা থাকেন কলকাতায় এবং তিনি একটি হোটেলে চালান। এরপর শান্ত নদীর মতো ধীরে ধীরে সিনেমার গল্পটি বহমান হয়, ঘটতে থাকে পরিস্থিতি পরিবর্তন। জয় চক্রবর্তী জীবনে জলপ্রপাতের মত হুরমুরিয়ে এসে পড়ে পরিস্থিতির কাঠিন্যতা যার ফলে জয়ের বাবাকে কলকাতা ছেড়ে লন্ডন আসতে হয়। জয় চক্রবর্তীর স্বপ্নের রেস্টুরেন্ট তৈরি করার মধ্যে অবাঞ্ছিতর মতো আগমন ঘটে অনেক বাধা বিঘ্নতার। জয় কি পারবে পরিস্থিতিকে আবার আগের মতো স্বাভাবিক করতে? তার স্বপ্ন পূরণ করতে। এই সমস্তটা নিয়েই আবর্তিত হয়েছে এই ছবির কাহিনী।

ছবিটির ভালো দিক গুলি ছবিটি কে এক অসামান্যতা দিয়েছে যেটা একটি ভালো ছবি হিসেবে দর্শকদের হৃদয়ের ক্যানভাসে সযত্নে অঙ্কিত হয়ে থাকবে। ছবিটিতে সর্বপ্রথম ভালো দিক হলো শুধু ইমোশন নয় এই ছবিটিতে ভরপুর পরিমাণে হাস্যরসে মিশেল রয়েছে যেটা ছবিকে করে তুলেছে আরো প্রাণবন্ত। আবেগ, পরিস্থিতি এবং কমেডির উপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে এই ছবির প্রত্যেকটি সংলাপ যে সংলাপ ছবিটির কাঠামোটাকে সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করেছে। এই ছবিতে বেশ কিছু রঙ্গভিত্তিক হাস্যকর এবং অপরদিকে আবেগপ্রবণ সংলাপ রয়েছে যেটা দর্শকদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে । শুভদীপ দাস এর চিত্রনাট্য এবং সংলাপে জমে উঠেছে এই ছবির কাহিনী। ছবির প্রথমার্ধ থেকে দ্বিতীয়ার্ধ আরও বেশি স্বতঃস্ফূর্ত এবং দুর্দান্ত গতিতে অগ্রসর হয়েছে ক্লাইম্যাক্স এর দিকে যা দর্শকদের চোখে অশ্রু ধারা বইয়েছে। পরিচালক অভিজিৎ সেন এখানে সামাজিক এবং আবেগের সুতোয় টান দিয়েছে যে সুতোয় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে এই গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্র এবং তাদের অভিনয়।

সর্বপ্রথমেই বলতে গেলে যাদের অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছে তারা দুজন হল দেব এবং মিঠুন চক্রবর্তী। দেব এবং মিঠুন চক্রবর্তীর পুরো সিনেমাটির কয়েকটি জায়গায় একসাথে কথোপকথন এতটাই

প্রাণবন্ত এবং এতটাই আবেগপ্রবণ যে দর্শকদের হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের দুজনের সম্পর্কের অভিনয় যৌথভাবে মিলিত হয়ে একটা যেন সিনেমাটির উপর সাঁকো তৈরি করেছে যার উপর দিয়ে অন্যান্য চরিত্রগুলি স্বমহীমায় নিজস্ব ভঙ্গিতে চলাচল করতে পেরেছে। সিঙ্গেল প্যারেন্ট তথা রেস্টুরেন্টের শেফ হিসেবে দেবের অভিনয় অনবদ্য। তিনি প্রতিটি সিনেমাতেই নতুন ভাবে নিজেকে ভেঙ্গেচুরে তৈরি করেন এবং এই সিনেমাতেও তার অভিনয় অনন্য ভাবেই ফুটে উঠেছে। দেবের বাবার চরিত্রে মিঠুন চক্রবর্তীর অভিনয় রীতিমতো প্রশংসনীয়। এই ছবিতে তার এক্সপ্রেশন, কমেডি এবং ইমোশনাল ডায়লগ এতই স্বতঃস্ফূর্ত যা কাহিনীর পরিবেশটিকে নতুন আঙ্গিক দান করেছে। দেবের স্ত্রী হিসেবে ইধিকা পালের অভিনয় স্বল্প পরিসরে পরিলক্ষিত হলেও তিনি তার স্বল্প অভিনয় তেই যথাযথ অভিনয়ের শৈলী ফুটিয়ে তুলেছেন। লন্ডনে দেবের সহকর্মী হিসেবে জ্যোতিময়ী কুন্ডুর অভিনয়ও বেশ নজরকারা। প্রথম ছবি হিসেবে জ্যোতির্ময়ের এই সিনেমাতে অভিনয় যথেষ্ট সাবলীল এবং সকল অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখেছে। দেবের কন্যা হিসেবে অনুমেঘার অভিনয় অনেক পরিণত। খুদে অভিনেত্রী হিসেবে তার পরিচিতি তো রয়েছেই তবে এই সিনেমায় অভিনয়করার পর একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তার অভিনয় জগতের পথটি আরো প্রশস্ত হয়েছে এবং পরিচিতি লাভের পথটি সুগম হয়েছে । কলকাতায় মিঠুন চক্রবর্তীর প্রতিবেশী হিসেবে খরাজ মুখার্জির অভিনয় দুর্দান্ত। কমেডি মুহূর্তগুলোতে বাঘা অভিনেতা হিসেবে তিনি নিজের জাত চিনিয়েছেন। খরাজ মুখার্জির স্ত্রীর ভূমিকা অপরাজিতা আঢ্যর অভিনয় যথাযথ। এই প্রথমবার মিঠুন চক্রবর্তীর সাথে স্ক্রিন শেয়ার করার সুযোগ পেয়েছেন তিনি আর এই সুযোগটাকে তিনি ভালোভাবে ব্যবহার করেছেন। শকুন্তলা বড়ুয়া এবং কাঞ্চন মল্লিকের অভিনয় বেশ মানানসই এবং চরিত্রোপযোগী। জয় চক্রবর্তী রেস্টুরেন্টের অন্য শেফের ভূমিকায় অনির্বাণ চক্রবর্তীও বেশ সুন্দর অভিনয় করেছে।সিনেমার মধ্যে দেবের ‘বাবারা ভাল থাকার জন্য বাঁচে না, ভালো রাখার জন্য বাঁচেদ ডায়লগটি খুবই হৃদয়স্পর্শী হয়েছে। এই ছবির গান ছবিটিকে এক অনন্য মাত্রা প্রদান করেছে। জিৎ গাঙ্গুলীর সংগীত পরিচালনায় সব কটা গানই দর্শকদের মনোমুগ্ধ করেছে। জিৎ গাঙ্গুলীর গাওয়া দুটি গান, ‘ফুটবেই রিয়ার ফুল রে’এবং ‘না তাকাতেই হাসলি কেন বল’গান দুটি ইতিমধ্যেই প্রচন্ড সাড়া ফেলেছে। কুমার শানুর গাওয়া গান ‘দেখ দেখ দেখ মা এসেছে’ বেশ শ্রুতি মধুর। সবশেষে নচিকেতার গাওয়া গানটি নিঃসন্দেহে প্রত্যেকটি দর্শকের চোখে জল আনবে এ কথা বলাই বাহুল্য।

আড়াই ঘন্টার ছবিটি নিশ্চিতভাবে দর্শককে সিট ছেড়ে উঠতে দেবেনা এই চ্যালেঞ্জ নিয়েই তৈরি হয়েছে এই ছবিটি এবং ছবিটির প্রতিটি মোমেন্ট এবং স্ক্রীনপ্লে তা রন্ধে রন্ধে প্রমাণ করে দিয়েছে। পরিশেষে এ কথা বলাই যুক্তিযুক্ত যে ‘প্রজাপতি টু’ ‘ছবিটি পারিবারিক, আবেগঘন এবং হাস্যরসে ভরপুর কমার্শিয়াল ছবি যা ভবিষ্যতে বাংলা সিনেমার পথকে আরো বিস্তৃত করতে সহায়তা করবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনীমূলক ৩ সময়রেখার গল্পে সৃজিত মুখার্জির নতুন ছবি ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

গত ২৫শে ডিসেম্বর ২০২৫ অর্থাৎ বড়দিনে মুক্তি পাওয়া বাংলা ছবিগুলির মধ্যে একটি অন্যতম ছবি পরিচালক সৃজিত মুখার্জির ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’ বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে। পরিচালক সৃজিত মুখার্জির ছবি মানেই সিনেমা প্রেমী দর্শকদের মধ্যে একটি বিশেষ আগ্রহ এবং উদ্দীপনার বিষয়। এই ছবিটির ক্ষেত্রেও তিনি অনেক পরিশ্রম করে তত্ত্ব অনুসন্ধান বা গবেষণার কাজটি যথাযথ করেছেন। এক্ষেত্রে ছবিটির মূল ভাবনা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অন্তর্ধানের বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে উনবিংশ শতকের নটী বিনোদিনীর ইতিহাস এবং কল্পনার রঙে আঁকা বর্তমান সময়রেখার গল্পের সংমিশ্রণ। মোট তিনটি সময়রেখার মিলিত গল্পে চিত্রনাট্যটি লিখিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়কালীন ইতিবৃত্তের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বেশে নটী বিনোদিনী এবং তাঁর সময়কালীন ইতিবৃত্ত এবং বর্তমান সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার অন্তর্ধান নিয়ে কাজ করা একটি চলচ্চিত্র নির্মাতার সামগ্রিক কার্যকলাপের উপর চিত্রনাট্যটি লিখিত হয়েছে। এক্ষেত্রে গল্পের তিনটি সময়রেখাতেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের রহস্যকে খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। নবদ্বীপ থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, অহিংসা এবং প্রেমের বাণী নিয়ে শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথ ধাম উড়িষ্যার নীলাচল বা পুরীতে আসেন, কিছুকাল জগন্নাথ ধামে বাস করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধান ঘটে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই অন্তর্ধান সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কোনো সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করে শ্রী জগন্নাথের বিগ্রহে লীন হয়ে যান। আবার কোনো সূত্র ব্যাখ্যা দেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্তনে বিভোর হয়ে সুনীল সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যান। আবার কোথাও জানা যায় হয়তো বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কে হত্যা করা হয়েছিল। আবার কেউ বা মনে করেন পায়ের আঘাত জনিত কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। যদিও এই ছবিতেও তার কোন সঠিক দিক নির্দেশ নেই। আদ্যন্তে যাহাই ঘটুক না কেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি একটি গভীর আবেগ বাংলা তথা বাঙালি সনাতনীদের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রোথিত রয়েছে। সিনেমা প্রেমী দর্শক বন্ধুদের একটি বড় অংশ অবশ্যই সেই আবেগ থেকেই ছবিটি দেখেছেন এবং তাদের ভালো লেগেছে। ছবিতে তিনটি সময়রেখার পার্থক্য বোঝাতে আলাদা আলাদা রঙের ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বেশে অভিনয় করেছেন, বাংলা ধারাবাহিক থেকে উঠে আসা দিব্যজ্যোতি দত্ত। শ্রীচৈতন্যরূপী দিব্যজ্যোতির অভিনয় এবং অভিব্যক্তি যথেষ্ট প্রশংসনীয়। ঊর্ধ্ব বাহু শ্রীচৈতন্যের বেশে জগন্নাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে তার ছুটে চলা, অবশ্যই কৃষ্ণপ্রেমী দর্শকদের মধ্যে আবেগ সৃষ্টি করবে। লক্ষ্মীপ্রিয়ার চরিত্রে আরাত্রিকা মাইতিও নজর কেড়েছে। ছবিতে দেবজ্যোতি এবং আরাত্রিকার জুটিকে খুব সুন্দর লাগবে দর্শকদের। নটী বিনোদিনীর চরিত্রের অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলীও যথেষ্ট দক্ষতার সাথে অভিনয় করেছেন। বিনোদিনী এবং চৈতন্যরূপী বিনোদিনী দুটি রূপেই তিনি মুগ্ধ করেছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের চরিত্রে ব্রাত্য বসুও সাবলীল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ নিতাই বা নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্রে যিশু সেনগুপ্তও স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল। বর্তমান প্রজন্মের চিত্র নির্মাতা রাইয়ের চরিত্রে ইশা সাহাও অনবদ্য এবং বর্তমান প্রজন্মের একজন চিত্রঅভিনেতা পার্থসারথীর চরিত্রে অভিনয় করছেন ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত,যিনি ইশার ছবিতে শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। উড়িষ্যার মহারাজের চরিত্রে দেবদূত ঘোষও সাবলীল। আরও একটি অভিনব বিষয় হলো, ছবিটিতে একই অভিনেতাকে বিভিন্ন সময়রেখার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গেছে। এই ছবির সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এই ছবিতে ব্যবহৃত গান এবং আবহ। শংকরাচার্য বিরচিত ‘জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তু মে’ ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের সুরে, জয়তী চক্রবর্তী এবং পদ্ম পলাশের কণ্ঠে একটি অনবদ্য নিবেদন। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের সুরে এবং পদ্ম পলাশের কণ্ঠে ‘হরি হরায় নম কৃষ্ণ’ এবং কবীর সুমনের ‘সে চলে গেলেও’, তমালিকা গোলদারের লেখা এবং সুরে,শ্রেয়া ঘোষালের কণ্ঠে ‘লুকোচুরি খেলা’, ঋতম সেনের লেখায় এবং ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের সুরে অরিজিৎ সিং এর কণ্ঠে ‘ক্ষণে গোরাচাঁদ,ক্ষণে কালা’ প্রত্যেকটি গানই অত্যন্ত শ্রুতি মধুর এবং অনন্য। তবে পরিচালক সৃজিত মুখার্জির জাতিস্মর বা গুমনামী ছবির দর্শকেরা,এই ছবিতে হয়তো একটু হতাশ হবেন কারণ এই ছবিতে একাধিক সময়রেখাগুলির প্রতিফলনের ক্ষেত্রে কিছুটা কম সময় পাওয়ার দরুন, চরিত্র গুলির সাথে দর্শকদের অনুভূতির সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে কিছুটা অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। কখনো কোনো চরিত্র বা সময়রেখাকে অতিরিক্ত বলেও মনে হতে পারে। সৌমিক হালদারের সিনেমাটোগ্রাফি যথেষ্ট ভালো। এসভিএফ এন্টারটেইনমেন্ট এবং দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়ার ব্যানারে ছবিটি প্রযোজনা করেছেন শ্রীকান্ত মোহতা, মহেন্দ্র সোনি এবং রানা সরকার।

বলিউডের এক মহানায়কের কথা

ডাঃ শামসুল হক

তাঁর জীবনের প্রথমার্ধ যে কেটেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যান্টিনে নানান কর্মব্যস্ততার মধ্যেই, সেটা বোধহয় আমরা অনেকেই জানি না। স্বাধীনতার জন্য তখন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষে জুড়েই। সেটা ১৯৪০ সালের কথা। রণাঙ্গনে তখন চলছিল চরম ব্যস্ততাও। সেনা ছাউনির মধ্যেও প্রবাহিত ছিল চরম ব্যস্ততা এবং অতি অবশ্যই ব্যাকুলতাও। আর তারই মাঝে সেনা দপ্তরের একটা ক্যান্টিনই তখন হয়ে উঠেছিল তাঁর অতি নির্ভরযোগ্য ঠিকানাও। বলা যেতে পারে, সেইসময় সেই প্রতিষ্টান পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্বভার ও পড়েছিল তাঁর উপরই।

সেনাবাহিনীর ক্যান্টিনে কাজ করতে করতেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় সেই সময়ের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী দেবীকা রাণীর সঙ্গে। আরও পরে পরিচিত হন তাঁর স্বামী হিমাংশু রাই এর সঙ্গেও। আর একসময় সেই পরিচয় আস্তে আস্তে গাঢ় হলে তিনিও একসময় ঝুঁকে পড়েন অভিনয়ের দিকেই। তারপর নাম লেখান চলচ্চিত্র জগতেও।

তিনি হিন্দী সিনেমা জগতের স্বনামধন্য অভিনেতা দিলীপকুমার ওরফে ইউসুফ খান। ক্যান্টিন জীবন থেকে রূপালী পর্দার চৌহদ্দির মধ্যে পা ফেলতে তাঁর সময় লেগেছিলেন মোটামুটি চার বছর । ১৯৪৪ সালে নিজেকে তিনি পুরোপুরিভাবে নিয়োজিত করেন সিনেমার জগতে এবং নিজ দক্ষতার গুণে সাফল্যের সঙ্গেই শেষ করেন তাঁর প্রথম হিন্দী ছবি জোয়ার ভাটার কাজ। সেইসময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র বাইশ বছর। সেই বয়সেই তিনি তাঁর প্রথম ছবিতে যে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা অবাক করে দিয়েছিল বলিউডের অন্যান্য সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রী সহ সকল সমালোচকদেরও ।

সেইসময়ের হিন্দী সাহিত্যের সুলেখক ভগবতী চরণ বর্মনের চোখেও ইউসুফ খান হয়ে উঠেছিলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক শিল্পী হিসেবেই । আর তাঁর ই পরামর্শে সেদিন ইউসুফ খান নামক নবাগত এক অভিনেতা নাম বদলে হয়ে গিয়েছিলেন দিলীপকুমার।

১৯২২ সালের ১১ই ডিসেম্বর জন্ম তাঁর তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের খাইবারে । তাঁর বাবা ছিলেন তিন তিনটে ফলের বাগানের মালিক। তার মধ্যে দুটো ছিল পাকিস্তানে এবং একটা ভারতের মহারাষ্ট্রে। সেই বাগানের দেখভালের তাগিদেই তাঁর বাবা ১৯৩০ সালে সপরিবারে চলে আসেন ভারতবর্ষে। শুরু করেন মুম্বাই শহরে থাকতেও । আর সেখানেই শুরু হয় তাঁর প্রাথমিক পর্বের লেখাপড়ার কাজ। ভর্তি হন নাসিকের দেওনিয়ার বার্ণস স্কুলে। তারপর তিনি উচ্চ শিক্ষা নেন মুম্বাইতেই ।

ইংরেজি, হিন্দী, উর্দু, মারাঠি সকল ভাষাতেই ছিল তাঁর প্রবল দখল। জানতেন অল্পস্বল্প বাংলা ভাষাও ।অ ত এব যে ভাষাতেই সিনেমা তৈরি হোক না কেন, তাতে অভিনয় করে তিনি সফলতা অর্জন করতে পারতেন একেবারে পুরোপুরিভাবেই। আর তারই দৌলতে তিনি পুরস্কার ও পেয়েছেন অজস্র। হিসেবে করে দেখা গেছে, ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে সমস্ত ভাষার অভিনেতা বা অভিনেত্রীরা যত পুরস্কার পেয়েছেন সংখ্যার বিচারে দিলীপকুমারের পুরস্কারের সংখ্যাই সর্বাধিক।

অভিনয় জগতে বহুমুখী প্রতিভারই সাক্ষর রেখেছেন অভিনেতা দিলীপকুমার। মূলতঃ একজন সার্থক নায়ক হিসেবেই তাঁকে দেখা গেছে বেশীরভাগ সিনেমায়। কখনও মিলনান্তক আবার কখনও বা বিয়োগান্তক চরিত্রে অভিনয় করেই দর্শক মহলে বিপুল সাড়া ফেলেছিলেন তিনি। তবে বিয়োগান্তক চরিত্রে অভিনয়েই তিনি সফলতা অর্জন করেছিলেন সবচেয়ে বেশি। আর সেই কারণেই সিনেমার অধিকাংশ পরিচালক ই তাঁদের সিনেমায় ট্রাজিক হিরোর প্রয়োজন হলে ডাকতেন দিলীপকুমারকেই। তাইতো একটা সময় চলচ্চিত্র জগতের সমগ্র পরিমণ্ডলেই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন একজন ট্রাজিক হিরো হিসেবেই এবং সমালোচকরা তো তাঁর নাম ই দিয়ে দিয়েছিলেন ট্রাজিক কিং ।

ত্রিকোণ প্রেমের অভিনয়েও দিলীপকুমার ছিলেন সমান পারদর্শী। ১৯৪৮ সালে মুক্তি পাওয়া শহীদ সিনেমাই হল তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সেই সিনেমার নায়ক এবং নায়িকা ছিলেন রাজকাপুর - নার্গিস জুটি। আর দিলীপকুমার অভিনয় করেছিলেন পার্শ্বচরিত্রে। কাহিনীর মাঝপর্বেই ছবির নায়িকার সঙ্গে শুরু হয় সহনায়কের অপ্রত্যাশিত প্রেম ও ভালবাসা। ফলে তখনই শুরু হয় তাদের মধ্যে অন্য ধরণের বোঝাপড়া এবং বয়ে যায় অশান্তির ঝড়ও ।

সিনেমা এগিয়ে চলেছিল তার নিজস্ব গতিতেই। আর নিজ অভিনয়ের গুণেই দিলীপকুমার ও এগিয়ে গিয়েছিলেন রাজকাপুরের চেয়ে। আর সেইসময় সেই সিনেমা দর্শকদের মনে এতটাই গেঁথে গিয়েছিল যে, সেই সিনেমাই যেন আচম্বিতেই হয়ে উঠেছিল তাঁদের নিজস্বই জীবনকাহিনী।

বাংলা সিনেমা জগতেও দিলীপকুমার দেখিয়েছেন অসামান্য দক্ষতা। কথাশিল্পী গৌরকিশোর ঘোষ রচিত ও তপন সিনহা পরিচালিত ১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সাগিনা মাহাতো সিনেমাই হল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯৪২ - ৪৩ সালে শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে একটা সাধারণ কারখানার একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসেবে নিজের অভিনয়কে তিনি এতটাই বাস্তবায়িত করে তুলেছিল যে,তা মুগ্ধ করেছিল সব শ্রেণীর দর্শকদেরই। সেইসময় তাঁর অভিনয় দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়ের মত পরিচালকও ।

অভিনয়ের মধ্যে থাকতে থাকতেই এবং খ্যাতির ও উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে করতেই দিলীপকুমারের জীবনেও এসেছিল অনেক ছন্দপতনও। ১৯৭৬ সালে তিনি হঠাৎ হঠাৎই সরে গিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব পরিমণ্ডল থেকেই । সেইসময় অভিনয় জগত থেকে সমায়িকভাবে সরে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কি কারণে যে এমন ঘটনা ঘটেছিল তা আজ ও অজানাই রয়ে গেছে সকলের কাছে। ব্যাপারটা অভিনেতার একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় বলে কেউ আর সেটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়োজনও অনুভব করেননি।

প্রায় ছয় বৎসর ব্যাপী চলেছিল এই বিরতি পর্ব। তারপর অবশ্য তিনি আবারও ফিরে এসেছিলেন অভিনয়ের জগতে। আর তার জন্য মনে মনে স্বস্তি ফিরে এসেছিল হিন্দী সিনেমা জগতের অনেক পরিচালক ও কলাকুশলীদের মনেও।

চলচ্চিত্র জগতের বিশাল সাম্রাজ্য জুড়েই অভিনেতা দিলীপকুমার নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন ছয় দশকের ও অধিক সময় জুড়ে। তার মধ্যে তিনি পেয়েছেন অনেক পুরস্কারও। মোট আটবার তিনি ফিল্মফেয়ারের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মভূষণ সম্মান তিনি অর্জন করেন ১৯৯১ সালে। ১৯৯৫ সালে পান দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার। এখনও পর্যন্ত সিনেমা জগতের তিনিই হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পুরস্কার জয়ী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

১৯৯৩ সাল থেকে তাঁকে আবার ফিল্মফেয়ারের আজীবন সম্মাননা প্রদান করে বিশেষ সম্মাদনাও প্রদান করা হয়। ঠিক তার এক বছর পরই অর্থাৎ ১৯৯৪ সালে ভারত সরকারের রাজ্যসভার তরফে তাঁকে পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষের বিশেষ একজন সদস্য হিসেবেও মনোনীত করা হয়। বলাই বাহুল্য, সেই ঘটনা সেইসময় এক অনন্য নজির হিসেবেই বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে আছে সকলের কাছেই।

২০১৫ সালে ভারত সরকার প্রদত্ত পঁচিশ হাজারী পদ্মবিভূষণ পুরস্কার ও তিনি অর্জন করেন নিজ অভিনয় দক্ষতারই গুণে। সরকার প্রদত্ত সেই ঘোষণা বছরের শুরুতে হলেও তা তাঁকে দেওয়া হয় সেই বছরেরই একেবারে শেষের দিকে তাঁরই জন্মদিন উপলক্ষে। ডিসেম্বর মাসের ১১ ই ডিসেম্বর সেই পুরস্কারটি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয় তাঁর হাতে তাঁর চুরানব্ব ইতম জন্মদিবসের বিশেষ পুরস্কার হিসেবেই। দীর্ঘ আয়ুর অধিকারী হয়েই এই পৃথিবীতে এসেছিলেন তিনি। ২০২১ সালের জুলাই মাসের সাত তারিখে মুম্বাইয়েরই এক হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর।